চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিষ্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 2 December, 2019 ■ আগরতলা, ২ ডিসেম্বর , ২০১৯ ইং ■ ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রিয়াঙ্কা রেড্ডি ধর্ষণ কান্ডের প্রতিবাদ আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। হায়দ্রাবাদে পশু চিকিৎসক ডঃ প্রিয়াঙ্কা রেড্ডিকে গণধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যেও গর্জে উঠেছে ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। সংগঠনের পক্ষ থেকে রবিবার সন্ধ্যায় আগরতলা শহরে মৌন মিছিল করা হয়। অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ডের দাবি জানিয়েছে ছাত্র সংগঠনটি।

ধর্ষণকারীদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে আরও কঠোর আইন প্রণয়নের দাবিও তুলেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। হায়দ্রাবাদে পশু চিকিৎসককে গণধর্ষণ শেষে নির্মমভাবে পুড়িয়ে মারায় ঘটনায় গোটা দেশ উত্তপ্ত। এ ধরণের ঘটনার প্রতিবাদে রাজধানী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জন সম্পর্ক অভিযান শুরু করল ১০৩২৩ শিক্ষক সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। অল ত্রিপুরা ১০৩২৩ ভিক্টিমাইজড শিক্ষক সংগঠনের উদ্যোগে রবিবার গোটা রাজ্যে জন সম্পর্ক অভিযান সংগঠিত করা হয়। এরই অঙ্গ হিসেবে সদর বিভাগের রাজধানী আগরতলা শহরের র‌্যালির সংগঠিত করা হয়। র‌্যালিটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিলে অংশ নিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, ১০৩২৩ শিক্ষক হতাশাগ্রস্থ। আজকের দিনেও কিছু কিছু শিক্ষক হতাশায় কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। বিক্ষিপ্ত ভাবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হায়দরাবাদে পশু চিকিৎসক প্রিয়াঙ্কা পান্ডেকে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে রবিবার আগরতলায় এবিভিপির মৌন অবস্থান। ছবি নিজস্ব।

হায়দরাবাদ কান্ড ঃ এফআইআর নিতে গড়িমসি, বরখাস্ত ৩ পুলিশ আধিকারিক

হায়দরাবাদ, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : হায়দরাবাদে তরুণী পশু চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় এফআইআর নিতে গড়িমসির জেরে বরখাস্ত করা হল তিন পুলিশ আধিকারিককে। ধর্ষিতার পরিবারের অভিযোগ, বুধবার রাতে ওই চিকিৎসক নিখোঁজ হওয়ার পরই তাঁরা থানায় যান অভিযোগ জানাতে। কিন্তু, পুলিশ তাঁদের অভিযোগ না নিয়ে, এক থানা থেকে অন্য থানা দৌড় করিয়েছিল। ওই এলাকাটি কোন থানার অধীনে পড়বে, তা ঠিক করতেই প্রচুর সময় চলে গিয়েছে পুলিশের।

পরিবারের আক্ষেপ, পুলিশের গাফিলতি না থাকলে হয়তো বাঁচানো যেত বাড়ির মেয়েকে। পুলিশ কমিশনার জানান, মৃতার বাড়ির লোকেরা যে অভিযোগ তুলেছিলেন তা বিস্তারিত খতিয়ে দেখা হয়েছে। তরুণীর নিরুদ্দেশ হওয়ার এফআইআর নিতে সত্যিই দেরি করেছিল পুলিশ। সেই কারণেই তিনজনকে বরখাস্ত করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সাসপেনশনেই থাকতে হবে এসআই এম রবি কুমার এবং হেড কনস্টেবল পি ভেনুগোপাল রেড্ডি ও এ সত্যনারায়ণ গৌড়কে।

কমিশনারের কথায়, "সাইবেরাবাদ পুলিশকে স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঘটনা কোন থানায় আওতায় পড়ে না ভেবে যে কোনওরকম গুরুতর অভিযোগ এলে আর এফআইআর নিতে হবে।" এদিকে, তরুণীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্তকে ১৪দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাধনগর থানার মধ্যে বসেই এই নির্দেশ দেন ম্যাজিস্ট্রেট। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে বিচারপতির অনুপস্থিতিতে থানায় বসেই সিদ্ধান্ত নিতে হয় ম্যাজিস্ট্রেটকে।

তাছাড়া থানার বাইরে লাগাতার বিক্ষোভ চলায় অভিযুক্তকে বের করার ঝুঁকিও নেওয়া হয়নি। ইতিমধ্যেই মৃতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল তমিলিসাই সুন্দরাজন। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে প্রতিদিন ট্রায়ালের মাধ্যমে দ্রুত মামলায় সুবিচারের ব্যবস্থা করা হবে। পুলিশকে দ্রুত চার্জশিট জমা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, গত বুধবার রাতে তেলেঙ্গানার সাধনগরের সামশাবাদের কাছে ধর্ষণ করে খুন করা হয় এক পশু চিকিৎসককে। বছর ছাব্বিশের ওই তরুণী চিকিৎসক হায়দরবাদের কাছে সামশাবাদের টোলপ্লাজায় নিজের স্কুটিটি রাখেন।

সেখান থেকে কাছেই একজন ত্বকের চিকিৎসকের কাছে যান। রাত নটার সময় টোলপ্লাজার কাছে পৌঁছান তিনি। তাঁর স্কুটির একটি চাকা ফুটো হয়ে গিয়েছে। ঠিক ততক্ষণ তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ ছিল ওই তরুণীর বোনের। তিনি শেষবার ফোনে ভয় লাগছে বলে জানান বোনকে। তারপর থেকে ফোন সুইচড অফ হয়ে যায় ওই চিকিৎসকের। পরেরদিন সাধনগর থেকে প্রায় ৩০ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিকাঠামো যাই হোক পারদর্শিতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে

চিকিৎসকদের কড়া দাওয়াই মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। রাজ্যের চিকিৎসকগণ যে যে জায়গায় কর্তব্যরত বা দায়িত্বে রয়েছেন সেখানকার পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেই পারদর্শিতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে চিকিৎসকদের। আজ আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের কার্ল ল্যাণ্ডস্টেইনার অডিটোরিয়ামে অল ত্রিপুরা গভর্মেন্ট ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশনের ৩৬তম বার্ষিক রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি বলেন, একত্রিত হয়ে কাজ করার জন্যই অ্যাসোসিয়েশন। চিকিৎসকগণ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাদের পেশাগত যোগ্যতাও রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরাকে মডেল স্টেট বানানোর দিশায় সরকার কাজ করছে। দেশের মধ্যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও ত্রিপুরাকে প্রথম স্থানে নিয়ে যেতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। আগামী দিনে ত্রিপুরাকে হেলথ হাব হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। ইতিমধ্যে সারা দেশের ১১টি ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে কৃষি ক্ষেত্রে সবচেয়ে উন্নত ছোট রাজ্য

হিসাবে ত্রিপুরাকে পুরস্কৃত করেছে ইণ্ডিয়া টুডে গ্রুপ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে রাজ্যে রাজস্ব আয় বেড়ে ২৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, এম জি এন রেগায় কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার জন্য শ্রম দিবস ৩ কোটি থেকে বাড়িয়ে ৪ কোটি শ্রমদিবস করার মঞ্জুরী দিয়েছে। যা গ্রামীণ এলাকার অর্থনীতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। বর্তমান সরকারের সময়ে রাজ্যের মানুষের গড় মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামী দিনে এই আয় আরো বাড়বে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, রাজ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র সহ প্রায় ১১৬৫টি হাসপাতাল রয়েছে। এর মধ্যে ৫৬৫টি জনজাতি অধ্যষিত এলাকায়। রাজ্যের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে শক্তিশালী এবং উন্নীতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। জনজাতি অধ্যষিত এলাকার চিকিৎসা পরিষেবার মান উন্নয়নেও সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রোগীর রোগ নির্ণয় করে তার নিরাময়ের ব্যবস্থা করাই চিকিৎসকের পেশাগত কর্তব্য। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিএবির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাবে আইএনপিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। আইএনপিটি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের (সিএবি) বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাবে। রবিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে এক সংবাদাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আইএনপিটির সভাপতি বিজয় কুমার রাঙ্খল বলেন, যে তারা শুক্রবার সিএবি সম্পর্কে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ডাকা বৈঠকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সিএবি প্রয়োগ না করার জন্য অনুরোধ করেছেন।

যদি সিএবি এখানে বাস্তবায়ন করে তবে এই অঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দেবে। সিএবিকে পূর্বোত্তর থেকে বাদ দেওয়া উচিত। আমরা এটিতে আপস করতে পারি না। শ্রীরাঙ্খল আরও বলেন, সংসদে যদি এই বিলটি পাশ করা হয় তাহলে সমস্যার সৃষ্টি হবে। আইএনপিটি এই বিলের বিরোধীতা করবেই। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার জোর করে সবকিছু করতে চাইছে।

তিনি জানান, আইএনপিটির প্রতিনিধি দল বহুবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সাথে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে কোন ধরনের সুপারিশ না পাওয়ায় অমিত শাহর সাথে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয়নি। বিজয় কুমার রাঙ্খল আরও বলেন, সিএবি পাশ হলে, রাজ্য সরকার-কেন্দ্রীয় সরকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোটি টাকার ইয়াবা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। খোয়াইয়ের চাম্পাহাওর থানা এলাকার বাচাইবারী থেকে একটি মারুতি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৯৯ লক্ষ টাকার ইয়াবা টেবলেট সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গাড়িটি খোয়াই হয়ে ধর্মনগর যাচ্ছিল। চাম্পাহাওর থানার ওসি উদ্দম দেববর্মার গোপন খবরের ভিত্তিতে এই সাফল্য।

এদিকে, সিপাহীজলা জেলার কুলোবাড়ি সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ জওয়ানরা তল্লাসী চালিয়ে ১১৭০টি ইয়াবা টেবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে। যার বাজারমূল্য ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাদল চৌধুরীকে জেলে গিয়ে দেখে আসলেন বৃন্দা কারাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ ডিসেম্বর।। রবিবার সকাল এগারটা নাগাদ বিশালগড় কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে গিয়ে বাদল চৌধুরীকে দেখে আসলেন সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্যা বৃন্দা কারাত। তাঁর সাথে ছিলেন, বাদল চৌধুরীর আইনজীবীও।

বাদলবাবুর সাথে দেখা করে ফিরে এসে বৃন্দা কারাত জানান, বাদল চৌধুরীকে ফাঁসানো হয়েছে। তিনি যদিও শারীরিকভাবে অসুস্থ, কিন্তু মানসিক ভাবে তিনি দূর্বল নন। বাদল চৌধুরী মানসিক দিক থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী। বৃন্দা কারাত আরও বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার সিপিএমকে ধ্বংস করার জন্য সব ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, মিথ্যার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আড়ালিয়ায় বাল্য বিবাহ আটকে দিল চাইল্ড লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। রাজ্যে প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে বাল্য বিবাহের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন এলাকাতেও এ ধরনের চেষ্টা চলেছে। রবিবার আড়ালিয়ায় পঞ্চদশ বর্ষীয়া নাবালিকার বিয়ে আটক দিতে সক্ষম হয়েছে চাইল্ড লাইন। আগরতলা শহর সংলগ্ন আড়ালিয়া ১৫ বছরের এক নাবালিকার বিয়ে আটকে দিয়েছে চাইল্ড লাইন।

জাা যায়, একই এলাকায় একুশ বছরের এক যুবকের সঙ্গে ১৫ বছরের নাবালিকাকে বিয়ে দেবার যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত ছিল। খবর পেয়ে চাইল্ড লাইনের কাউন্সিলার সুতপা হোমরায় পূর্ব মহিলা থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আড়ালিয়ায় যান। বেশকিছুক্ষণ খোঁজাখুজির পর বিয়ে বাড়ির সন্ধান পান। সেখান থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করে পূর্ব মহিলা থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। ছেলে ও মেয়ে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। ছেলে ও মেয়ে উভয় পক্ষের অভিভাবকরাও থানায় এসেছেন।

এ ধরণের অভিযান জারী থকবে বলে জানিয়েছেন চাইল্ড লাইনের কাউন্সিলার সুতপা হোমরায়। প্রশাসনের কঠোর মনোভাবের তোয়াক্কা না করে বিভিন্ন স্থানে শিশু শ্রম ও নাবালিকা বিয়ের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে চাইল্ড লাইন খোঁজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারী নির্যাতন রুখতে আইনের যথাযথ প্রয়োগ পারিবারিক সংস্কার প্রয়োজন ঃ মোহন ভাগবত

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : শুধুমাত্র আইন তৈরি করে নারী নির্যাতন রোখা যাবে না। আইনের প্রয়োগ যথাযথ হওয়াটা একান্ত জরুরি। এমন পরিস্থিতির থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ছোট বয়স থেকে শিশুদের আদর্শগত শিক্ষা দেওয়াটা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন ভাগবত।

রবিবার দিল্লির লালকেল্লার ময়দানে আয়োজিত আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসব ২০১৯-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোহন ভাগবত জানিয়েছেন, নারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব সমাজের। ছোট বয়স থেকেই মহিলাদের সম্মান করানোটা শেখানো উচিত। শৈশব থেকেই সংস্কারের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকাটা প্রয়োজন। মাতৃশক্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সমাজে আইন তৈরি করেছে

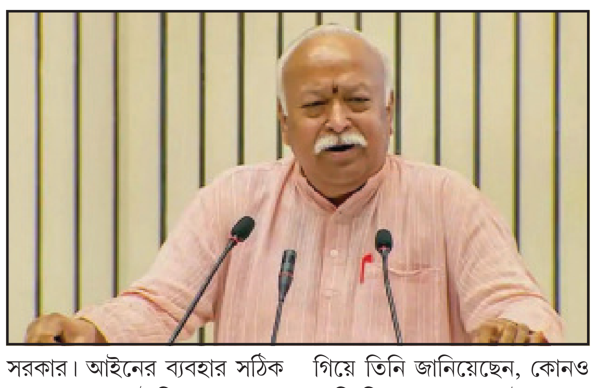

সরকার। আইনের ব্যবহার সঠিক ভাবে হওয়া উচিত। এখানে গাফিলতি করাটা উচিত নয়। মহিলাদের দিকে দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক হওয়া উচিত। বাড়ির মধ্যে মহিলাদের সম্মান দিতে হবে। এর প্রতিফলন এসে পড়বে সমাজে।

গীতা গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, কোনও ব্যক্তিবিশেষ নয়। গোটা মানব সভ্যতার কল্যাণে গীতার গুরুত্ব অপরিসীম। জনগণের মধ্যে গীতার প্রচারের উপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, সমস্ত বাঁধা অতিক্রম করে গীতার প্রচার করা উচিত। সাধু-সন্তদের আত্মবোধ বৃদ্ধিকারি গীতা ঐতিহ্যের ধারা বয়ে নিয়ে চলেছে। গোটা বিশ্বে গীতার বাণী প্রচার করতে হবে। সাধু-সন্তদের জন্য গীতার বাণী গোটা বিশ্বে প্রচারিত হচ্ছে। গীতা মণীষী স্বামী জ্ঞাননান্দ জানিয়েছেন, গীতাকে কেবলমাত্র মন্দির বা মঠে সাজিয়ে রাখলে চলবে না, তা জন সাধারণের মধ্যে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। গীতাকে স্কুল পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। গীতার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা থাকার পাশাপাশি মনোবল বৃদ্ধিকারি গ্রন্থ হচ্ছে গীতা। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরাও এর থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছে।

এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন লোকসভার সাংসদ ওম বিড়লা। তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরল প্রজাতির বিড়াল ছানা উদ্ধার ব্যাঘ্রাতঙ্ক কুর্তিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১ ডিসেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা থানাধীন কুর্তিতে বিরল প্রজাতির বেশ কয়টি বিড়ালছানা উদ্ধার হয়েছে। বিরল প্রজাতির বিড়াল ছানা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য তো বটেই, আতঙ্কেরও সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়। অনেকে উদ্ধারকৃত বিড়াল ছানাগুলোকে বাঘের বাচ্চা বলে সন্দেহ করছেন। তাঁদের ধারণা, বাচ্চাগুলি এখানে থাকলেও তাদের বাঘিনী মা আশপাশ কোথাও রয়েছে। খবর পেয়ে বন দফতরের কর্মীরা ছুটে এসে এগুলো বাঘের বাচ্চা নয় বললে, হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন স্থানীয় আতঙ্কিতরা।

জানা গেছে, কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নম্বর ওয়ার্ডের খেতে ধান কাটতে গিয়ে স্থানীয় কতিপয় যুবক চারটি বিরল প্রজাতির বিড়াল ছানা দেখেন। তারা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ৫৫ ▫ ২ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ১৬ অগ্রহায়ণ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

নৃশংস অপরাধ বর্ধমান

তরুনী পশু চিকিৎসককে ধর্ষণ শেষে নৃশংসভাবে আগুনে পোড়াইয়া হত্যার ঘটনায় গোটা দেশে আজ উত্তাল হইয়াছে। কোনও রাজনীতির ধারে কাছে না থাকিয়া এই ঘটনার নিন্দায় সকল অংশের মানুষকে সোচ্চার হইতে হইবে। ধর্ষণ ও নৃশংস হত্যার সঙ্গে জড়িত চার ট্রাক শ্রমিককে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। তেলেঙ্গানার আইনজীবীরা সিদ্ধান্ত নিয়াছেন ধৃত এই চারজনকে কোনও আইনী সহায়তা দেওয়া হইবে না। দেশের বিভিন্ন স্থানে একের পর এক ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ঘটিতেছে। সব নারী নির্যাতন, ধর্ষণের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়া ক্ষোভ অসন্তোষ বাড়িতেছে। পুলিশের বিরুদ্ধে এত এত অভিযোগ জানানো সত্বেও কোনও পরিবর্তন নাই। পুলিশ আছে পুলিশেই। তরুনী চিকিৎসকের মর্মান্তিক খুনের ঘটনার বিরুদ্ধে দিল্লীতে সংসদ ভবনের বাহিরে ফুটপাতে একা তরুনী অনুদেব নীরব প্রতিবাদ জানাইয়া প্লেকার্ড হাতে ধর্ণায় বসেন। তরুনীর বয়স বছর কুড়ি হইবে। তাঁহার প্লেকার্ডে লিখা ছিল 'কেন? আমি নিজের ভারতে নিরাপদ নই। কোনও শ্লোগান দেন নাই অনু। সাংবাদিক বৈঠকও করেন নাই। তাঁহাকে যন্তর মন্তরে চলিয়া যাইতে বলে পুলিশ। তিনি যাইতে না চাইলে জোর জবরদস্তি তুলিয়া নেওয়া হয় পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায়। সেখানে তাহাকে মারধর করা হয় বলিয়াও অভিযোগ। 'সংসদের ধারে কাছে প্রতিবাদ করিব না' মুচলেকা দিবার পরই পুলিশ তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। দিল্লী মহিলা কমিশনের রিপোর্ট তো ভয়ংকর। চেয়ারপার্সন স্বাতী মালিওয়ালের অভিযোগ থানায় একটি ঘটে প্রতিবাদী মেয়েটির উপর চড়িয়া বসে তিন মহিলা পুলিশ। তিনি জানান, মেয়েটির শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন আমি দেখিয়াছি।' থানা হইতে বাহির হইয়া সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে প্রতিবাদী মেয়ে অনু বলিয়া উঠেন আপনারা আমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? আমি শুধু আমার জন্য এখানে আসি নাই। ওই মেয়েটা মরিয়া গেল। কাল আমি পুড়িয়া মরিতে চাই না।

দুর্ধর্ষ প্রতিবাদী মহিলা গোটা দেশকে নাড়াইয়া দিল। বুঝাইয়া দিল গোটা সমাজকে জাগিতে হইবে। পাপীদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে লড়াই করিতে হইবে। পাপী জল্লাদে দেশটা ভরিয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক শিবিরে কত জল্লাদ আছে সেই হিসাব কি আছে? দলের লোক হইলে সাতখুন মাপ হইয়া যায়। হায়দ্রাবাদের তরুনী চিকিৎসককে ধর্ষণ শেষে নৃশংস ভাবে পোড়াইয়া মারিবার ঘটনায় তো সভ্য সমাজ ভয়ে শিহরিত হইতেছেন। অথচ রাজনৈতিক দলগুলি তেমন প্রতিবাদী হইতেছে না। ৩০শে নভেম্বর আগরতলায় সিপিএমের বিশাল নারী জমায়েত হইয়াছে। সেই নারী বাহিনী ধর্ষণ, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলের নারী বাহিনী কতখানি সোচ্চার হন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। বাম আমলেও দেখা গিয়াছে সিপিএমের জবরদস্ত মহিলা সংগঠন ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ইত্যাদির বিরুদ্ধে তেমন প্রতিবাদী হইতে পারে নাই। আর অভিযুক্ত যদি বাম দলভুক্ত হয় তাহা হইলে তো ট্যু শব্দও করিবে না বামাচারীরা। ত্রিপুরার এই গেরুয়া আমলেও ধর্ষণের ঘটনা বাড়িয়াই চলিয়াছে। দলের লোক হইলে তাহা ধামাচাপা দিয়া অপরাধ আড়ালের চেষ্টার অভিযোগ আছে। গত কয়েক মাসে তো বেশ কয়েকটি নারী ধর্ষণ নির্যাতনের ঘটনায় পুলিশ কঠোর ভাবে সমালোচিত হইয়াছে। আক্রান্ত হইলে, মহিলা ধর্ষিতা হইলে থানার দ্বারস্থ হইলে পর পুলিশ যে ধরনের ব্যবহার করে তাহা সকলেই জানেন। যত দিন পুলিশ সক্রিয় না হইবে ততদিন অপরাধ জগত আরও বেশী শক্তিশালী হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমাজে সর্বস্তরেই তো স্বচ্ছতার অভাব। রাজনীতি, চাকুরী, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সর্বস্তরেই তো দুনম্বরী ধান্দা। যে সমাজে স্বচ্ছতাই আজ চ্যালেঞ্জের মুখে। মানবতা, মনুষ্যত্ব যখন বিপন্ন তখন অপরাধ জগত ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠে। আজ কোথায় স্বচ্ছতা, স্বস্তি আছে। যাহারা দেশ শাসন করিতেছেন তাহারাই তো দুনম্বরী পথের পুজারী। যেখানে অপরাধ মুক্ত সমাজ তো আশা করাই মুশকিল। হায়দ্রাবাদের তরুনী চিকিৎসককে যেভাবে ধর্ষণ শেষে পোড়াইয়া মারিয়াছে তাহা তো যেকোনও সভ্য সমাজ আতংকে চিৎকার করিবে? কিন্তু, সেই প্রতিবাদের প্রাবাল্য কোথায়? দেশ জুড়িয়া যে প্রবল প্রতিবাদ আছড়াইয়া কি পড়িয়াছে? কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন ইস্যুতে বিলের পর বিল আনিতেছে। এক্ষেত্রে ধর্ষণ ও এই ধরনের অপরাধের জন্য কঠোরতম আইন প্রণয়ন করিতে পারিতেছে না কেন? গোটা দেশেই এইসব অপরাধ রোধে পুলিশকে ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। দিল্লীতে প্রতিবাদী তরুনী দেখাইয়া দিল কিভাবে সোচ্চার হইতে হয়। নীরব প্রতিবাদ অথচ পুলিশের কালঘাম ছুটাইয়া দিয়াছে। এইরকম অগ্নিকন্যারাই পারিবে এই নৃশংস অপরাধের বিরুদ্ধে নজীরবিহীন প্রতিবাদী হইতে। পুলিশ, সরকারের নরম মনোভাব অপরাধ জগৎকে শক্তিশালী করিতেছে। এখনও সময় আছে সম্মিলিত ভাবে প্রতিরোধ গড়িতে না পারিলে অপরাধ আরও বেশী শক্তিশালী হইবে। সুতরাং আজ সকল অংশের সম্মিলিত উদ্যোগই দেশকে অপরাধ মুক্ত করিতে পারে।

পশ্চিম মেদিনীপুরে বাড়ছে এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা, দাবি জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিকের

মেদিনীপুর, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিশ্ব এইডস দিবসে যতই প্রচার সচেতনতা করা হোক না কেনও। রাজ্যের এইচআইভি আক্রান্তরা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে । কর্মসূত্রে বাইরে গিয়ে ফিরে আসা লোকজনই বেশি আক্রান্ত হয়ে ছড়াচ্ছেন নিজের গ্রাম ও শহরে । এই চিত্র সব থেকে বেশি ধরা পড়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরে ।

পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ গিরিশচন্দ্র বেরা জানিয়েছেন, জেলাতে ২০১৮ তে যেখানে এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৬৫২ জন। চলতি বছরে সেই সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫০৩ জন । আরও নিখুঁত পরীক্ষা করতে রবিবার থেকে জেলাতে শুরু হল আইসিটিসি(ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিলিং টেস্টিং সেন্টার)। বাসস্ট্যান্ড,রেল ষ্টেশন এই সমস্ত স্থানেই এই ক্যাম্প করে সাধারণদের বিনামূল্যে রক্ত পরীক্ষা করে এইচাইভি সংক্রামিত কিনা দেখা হবে । জেলার স্বাস্থ্য দফতর থেকে এই আয়োজন করা হয়েছে।

১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে গোটা জেলায়। মূলত সচেতনতা বৃদ্ধি করাই এই দিবসের লক্ষ্য। পশ্চিম মেদিনীপুরে জেলা স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে এদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ এইডস নিয়ে সচেতনতা প্রচারে শোভাযাত্রা বের হয় । মেদিনীপুর শহরের জেলা পরিষদ থেকে স্বাস্থ্য দফতরের কর্মী ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই শোভাযাত্রা বের করা হয় । পরে শহরের বিদ্যাসাগর হলে একটি সচেতক সেমিনারের আয়োজন করা হয় । দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমাতে এইআইভি পজেটিভ এর সংখ্যা সব থেকে বেশি । ঘাটাল দাসপুরের লোকজন কর্মসূত্রে বহিঃরাজ্যে বেশির ভাগ সময় থাকেন । বাইরে থেকে সেই মারণ ভাইরাস ছাড়াচ্ছে বিভিন্ন ভাবে । বাড়ছে অন্যান্য স্থানগুলিতেও । ২০১৮ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত পশ্চিম মেদিনীপুরে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ৬৫২ জন । এবার সেখানে ১৫০৩ জন । যার মধ্যে রয়েছে যুবকযুবতী থেকে প্রসূতি অনেকেই । স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ গিরিশচন্দ্র বেরা বলেন, বেশি করে সচেতন করা হয়েছিল বলেই এত বেশি পরিমাণ শনাক্ত হওয়ার কারণ। পরীক্ষার পরিসর বাড়ানো হয়েছে । এবারও জেলাজুড়ে স্টেশন, বাসস্ট্যানড ১৩ টি আইসিটিসি করা হচ্ছে । সেখানে বিনামূল্যে জনসাধারণের পরীক্ষা করা হবে । শনাক্ত হলে গোপনে কাউন্সিলিং করা হবে ।

ভিয়েতনাম নিয়ে বাঙালীর বিশেষ আবেগ ছিল

অমৃতা ভট্টাচার্য

ভিয়েতনাম দেশটা ভারি চমৎকার। দেখলে বোঝাই যায় না, এত বছরের যুদধ সামলে একটা দেশ এমনভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ভিয়েতনাম নিয়ে বাঙালীর বিশেষ আবেগ ছিল। সেই আবেগের নানা গন্ধ, এখনও কিছু আছে হয়তো বা। তা, হো চি মিন সিটি-র বহুতলের উপর দাঁড়ালে, পুরনো গন্ধ আর বিশেষ টের পাওয়া যায় না। মুক্ত অর্থনীতির ছোঁয়ায় শহরটার গা থেকে ফরাসি গন্ধও মুছে যাচ্ছে প্রতিদিন। উত্তর ভিয়েতনামে তাও একটা পুরনো কলোনির গন্ধ এখনও টিকে আছে। নৌকা চালায় যে বুড়ি, সেও 'মসিয়েঁ মসিয়েঁ' বলে হাক দেয়। সকাল থেকেই কাফে-র সামনে টুল পেতে বসে পড়ে লোকজন। কফি খায় আড্ডা মারে। 'হ্যানয়' বা 'হোই আন' দেখলে পুরনো ভিয়েতনামের একটা আদল পাওয়া যাবে, 'সাইগন' বা হো চি মিন সিটি তার ব্যক্তিক্রম।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মতো এই দেশ যুদ্ধের স্মৃতিকে আঁকড়ে থাকেনি। সময়ে মিশে যেতে দিয়েছে। আবেগের সেখানে বাড়াবাড়ি নেই। সেটা টের পাওয়া যায় 'ওয়ার রেমন্যান্ট্স মিউজিয়াম'-এর সামনে দাঁড়ালে। আরও অবাক হতে হয় কুছি টানেলের ভিতরে ঢুকলে। এত কাছ থেকে যুদ্ধের ছবি, গেরিলা যুদ্ধের নানা উপকরণ আগে কখনও দেখিনি। তাই বেশ অবাক হই। আজকের নয়, সেই পুরনো ভিয়েতনামের লড়াই তো খুব সহজ ছিল না। মিউজিয়ামের চাতালে পরপর সাজানো সব আমেরিকারন চপার পণ্যবাহী বায়ুযান, বিশাল মাপের বোমারু বিমান। মিলিটরি বিমানের ছবি কম দেখিনি। সামনাসামনি এত বড় যুদ্ধ বিমান এই প্রথম। ঠিক তার পাশেই রাখা বড় বড় বোমার খোল। দীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত ব্যাসের একেকটা বোমা তিন, চার কিলোমিটার উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। দুই বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী জুড়ে যত যুদ্ধ হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মিডিয়া আনুকূল্য পেয়েছে ভিয়েতনাম যুদ্ধ। এই যুদ্ধের অনেক ছবিই তাই চেনা, এমনটাই ভাবা গিয়েছিল। ভিতরে ঢুকে দেখা গেল তিনতলা জুড়ে ছবির পর ছবির 'মন্তাজ'। সংবাদপত্রের নির্বাচিত অংশ, চিঠি এবং বিপ্লবের পোস্টার। যার মধ্যে বাংলায় লেখা একটি।

আমেরিকানরা যে সাম্যবাদে বিশ্বাস করে, স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে---সেসব উদ্ধৃতি সামনের ঘরেই টাঙানো। সমালোচনার এমন ভঙ্গির জন্য তৈরি ছিলাম না। দেখা গেল ছবি বা লেখা সাজানোর মধ্যে একটি ক্রম আছে। সরকারি মতে, প্রায় ২০ বছর ধরে যে যুদ্ধ চলেছিল, তারছবি তো বড় কম নেই। কোনও ছবি

যোদ্ধার, কোনও ছবি অসহায় শিশুর, কোনও ছবি বাকরুদ্ধ জননীর, কোনও ছবি আবার হাসপাতালে। যার মধ্যে একটি বিশেষ ছবি---একজন মায়ের। যিনি স্তন্যপান করাচ্ছেন। শিশুটির দুটো পা-ই বোমায় উড়ে গিয়েছে। সেই অসহায় মায়ের মুখে এক অদ্ভুত ঘৃণা দেখি। দেখি আরও কত কত অসহায় মানুষ, মানুষের আর্তি। এজেন্ট অরেঞ্জের শিকার বিকলাঙ্গ শিশুদের ছবি সার দিয়ে সাজানো। এসব দেখতে দেখতে শিউরি উঠতে হয়। এসবের মধ্যেই বড় ফ্রেমে বাঁধানো আছে সেই মেয়েটির ছবি 'নাপাম গার্ল'। যাকে দেখে বড় হয়েছি আমরা। বাল ভাল, এটা খুব কী আশ্চার্য---চারদিকে এত ছবির মধ্যে এত রক্তক্ষয়ী কোলাজের মধ্যে কিম ফুকের নগ্ন দেহ যেন সমস্ত যুদ্ধের মুখ হয়ে উঠতে চাইছে। আমি দেখি, ১২-১৩ বছরের আমেরিকান কিশোর ছবির দিকে আঙুল তুলে বারবার তার বাবাকে প্রশ্ন করছে। কত কত উপমহাদেশের মানুষ নির্বাক হয়ে দেখছে এই ছবির কথামালা। তারা ভাবছে, বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হচ্ছে, তারপর অন্য ঘরের দিকে পা বাড়াচ্ছে যুদ্ধের আরেক অধ্যায় দেখতে। পাশের ঘরেই, ওই যে তরুণ আমেরিকান যুবক যুদ্ধক্ষেত্রের পাশেই ধানখেতের ধারে শুয়ে ট্রানজিস্টার শুনছে, তার মুখে অনাবিল হাসি। তাহলে শুধু ক্ষয় নয়, এমন পরিস্থিতিতে মানুষ হাসতেও পারে। পারে হয়তো। বোমার ভাঙা টুকরো দিয়ে বানানো এক আশ্চর্য নারীমূর্তি। নাম তার 'মাদার'। সারা শরীরে তার অগোছালো লোহার টুকরো, বোমার অংশ সব। এমন মূর্তির সামনে দাঁড়ালে দেশেরভিতরের ভাবনাটিকে চেনা যায় সহজে। নুগুয়েন হোয়াং হুয়ে-র কাজটি অনেক দিন অবধি মনে থেকে যায়। পুরো মিউজিয়াম জুড়ে সময় যেন থমকে আছে। তার মধ্যে উত্তর ভিয়েতনাম বনাম দক্ষিণ ভিয়েতনামের অন্তদ্বর্ন্দ্ব চোখে পড়ে না। দক্ষিণ ভিয়েতনামের কিয়দংশের আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ বিমুখতার নামমাত্র গন্ধও সেখানে নেই। ভিয়েতনাম এখানে এক। অখণ্ড তাদের জাতীয়তাবাদ। তাদের ভিতরকার ঘটি,বাঙাল সুলভ গল্পটা এখানে দাঁড়িয়ে বোঝা মুশকিল।

সেই বিতর্কে না ঢুকে বরং রান্নার স্বাদেই বুঝে নেওয়া যায় উত্তর আর দক্ষিণ কত আলাদা। মেকং নদীর মোহনার আশেপাশে খাঁড়ি। সেই খাঁড়িতে নৌকা চালান যে বৃদ্ধা, তার হাসিখানি বড় মিঠে। তেমনই মিঠে তার শোলমাছের ঝোল। দক্ষিণে কাম্বোডিয়া সীমান্ত তেমনটা নয় কিন্তু। তবু একটা যুদ্ধ তো কত কিছুকেই মিলিয়ে দেয়। আবেগের সেখানে ভাগাভাগি নেই। বিষয়টা আরও বোঝা যায় কুচি। টানেলের গল্প শুনলে। দিনের বেলায় যারা ধান বোনে, মাটি কোপায়, তারাই, শুধু একখানি ঝুড়ি আর হাত কোদাল দিয়ে রাতের আঁদারে বানিয়ে ফেলল আড়াইশো কিলোমিটারের টানেল। যার একপ্রান্তে সাইগন নদী। আমাদেরমতো বিদেশিদের প্রবেশাধিকারশুধু প্রথম স্তরেই। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তর আরও গভীর। সেখানে মন্ত্রণা কক্ষ, ভাঁড়ার ঘর, নারী ও শিশুদের নিরাপদ আশ্রয়। প্রথম স্তরে প্রায় হামাগুড়ি দিয়েই যেতে হয়। এই টানেলের মাপ ভিয়েতনামি গেরিলা যোদ্ধাদের মাপে। দীর্ঘদিনের অনাহার, অপুষ্টি যাদের আরও ক্ষীণকায় করে তুলেছিল। সেই সুড়ঙ্গ পথে আমেরিকানদের প্রবেশ প্রায় অসম্ভব। যদিও এই চোরাপথ ফরাসিদের সঙ্গে বিরোধের সময়েই বানানো, তা আরও লম্বা হয়েছে আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে। এই গোপন পথের সন্ধান পাওয়ার পর আমেরিকানরা আর দেরি করেনি, বোমা ফেলেছে। মাটির তলার চার মিটার উড়িয়ে দিয়েছে। প্রথম স্তরটি উড়ে গেলেও দ্বিতীয় আর তৃতীয় স্তর ছিল আরও গভীরে। উলটে বোমার তৈরি গর্তে ফাঁদ বানিয়ে আমেরিকান ট্যাঙ্কারকেই ফাঁদে ফেলেছে গেরিলারা। বোমার টুকরো দিয়ে লোহার শলাকা বানিয়েছে, ফাঁদের দরজা বানিয়েছে। কতরকমের যে ফাঁদ। ঘন জঙ্গলের ভিতরে সেই যুদ্ধশয্যা।

এই ফাঁদের মধ্যে অন্যতম, একরকমের ঢিবি। দেখলে মনে হয়, ঠিক যেন উইঢিবি। মাঝে মাঝে ফুটো, সেগুলি আসলে গোরিলা আক্রমণের পথ। আমেরিকানরা টের পেয়ে তা-ও দিল উড়িয়ে। তখন দেখা গলে গেরিলাবাহিনী কিছু আসল ঢিবি বানিয়েছে, কিছু নকল। আমেরিকানরা যখন নকল ঢিবি ওড়াতে ব্যস্ত তখন মার্কিন বাহিনীকে পিছন থেকে আক্রমণ করল ভিয়েতনামিরা,যাদের আমরা 'ভিয়েত কং' বলে থাকি। তবে, আমেরিকানরাও তো ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। তারা কুকুর এনে ঢিবি শোঁকাতে শুরু করল। তখন, যে ঢিবিগুলো নকল, সেখানে এক বিশেষ ধরনের লঙ্কার পাতা এনে মাখিয়ে দিতে শুরু করল গেরিলারা। কুকুররা ওই পাতার গন্ধে উত্তেজিত হয়ে যায়। এদিকে আসল ঢিবিগুলোকে গিয়ে কুকুররা সামান্য হাঁকডাকও করল না। কারণ আমেরিকান ক্যাম্প থেকে সাবান চুরি করে ওই গর্তে মাখিয়ে রাখা হতো। মার্কিন সৈন্যদের গায়ে ওই গন্ধই তো তারা পায়।

যুদ্ধের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য সুড়ঙ্গের রাস্তা বদল হত। গাছ বুঝে চিহ্ন দেওয়া থাকত মাসভিত্তিক। গোপন দরজার মুখ বন্ধ করা হত কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি দিয়ে। কাঁঠাল কাঠ বর্ষায় বাড়ে। জল যাতে না ঢোকে, তাই এই ব্যবস্থা। যাদের বোমারু বিমান নেই, আধুনিক অস্ত্র নেই---তাদের এই লড়াইতে কৌশলটুকুই সম্ভব। নয়তো, ভিতরের বারুদ দিয়ে হাত বোমা বাঁধবে বলে---বিস্ফোরণ হয়নি এমন বোমা কুড়িয়ে এনে দু'মান ধরে কাটতে পারে কেউ? রোজ অল্প অল্প করে, যাতে ফেটে না যায়। ওই লোহা গলিয়েই বর্শা বানাবে, শলাকা বানাবে। শুধু লোহা নয়, বাজেয়াপ্ত মার্কিন গাড়ির টায়ার দিয়ে জুতো ও বানাত গেরিলারা। গ্রীষ্মে অসুবিধা নেই কিন্তু বর্ষায় পায়ের ছাপ চেনা যায় যে। বর্ষার জুতো তাই অন্যরকমের। তার ছাপ এমনভাবেই পড়বে যাতে মনে হবে মানুষটি উলটো দিকে হেঁটে গিয়েছে। খুব সামান্য রসদকে অসামান্যভাবে কী করে ব্যবহার করতে হয় তার মুনশিয়ানা দেখার মতো। আমেরিকার কাছে নিতান্ত তুচ্ছ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জলাজঙ্গল। পাহাড়ে ঘেরা একটা ছোট্ট দেশ, তাদের যুদ্ধ পুঁজি দেখি আর ভাবি---ভিয়তেনামি গেরিলারা ওই অঞ্চলের ভূমিপুত্র, মার্কিন যোদ্ধার সদ্য যুবা। তারা কেউ কেউ হয়তো ভাল করে জানতও না, কেন তারা এই যুদ্ধ করছে। এই ধরনের গেরিলা যুদ্ধের সঙ্গে তারা পরিচিতও চিল না। বিশ্বযুদ্ধের পর, এমন যুদ্ধ বিধ্বস্ত হয়ে প্রায় মুখ পুড়িয়ে তারা বোধহয় আর কখনও ফেরেনি। মার্কিন জনমানসে এর প্রত্যাঘাত ছিল বিপুল, এমন করে, দীর্ঘ দীর্ঘ বছর ধরে, মানুষ শুধুমাত্র কচুসেদ্ধ খেয়ে লড়াই করে যেতে পারে সে কথা কি কেউ মানতে চায়? গোপন সুড়ঙ্গের সেই কোন অন্তরালে ধোঁয়াবিহীন রান্নাঘর। সেই কাকভোরে রান্না হয়,তারপর এই দূরে বাঁশবাগানে কুয়াশার সঙ্গে অল্প অল্প করে মিশে যায় চুলার ধোঁয়া। পুরোটাই যেন একটা রূপকথার মতো, একটা যাত্রাপথ। যার শুরুটা ভোরের কুয়াশার সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছে বৃষ্টিচ্ছায়া অরণ্যে, আর শেষটা তো সকলেই জানে কিছু কম, কিছু বেশি, তবু, এই অন্ধকার গুপ্ত সুড়ঙ্গের ভিতর হামাগুড়ি দিতে দিতে আদিম অরণ্যের গন্ধ এসে লাগে। বাঙালী আবেগকে হাপিয়ে যায় সেই গন্ধ। জোয়ারের জলে হাওয়া ঢুকতে সুড়ঙ্গের নদীপথ বেয়ে এখন যেখানে ইতিহাসের ছায়া মেখে পড়ে আছে কুচি টানেল। টানেল থেকে বেরনোর পর বাঁশগাছের ছায়ায় বসে চা আর কচুসেদ্ধ কেতে দেয় ওরা। মিষ্টি, স্বাদের কচু, অন্যভ্যাসে ভাল লাগে। তবু রোজ রোজ মানুষ কি পারে? আমার পাশে বসা প্রৌঢ় আমেরিকানও চা খাচ্ছেন,কচু খাচ্ছেন। মুখে বিষাদের ছায়া কি তারই? মার্কিন মুলুকের কত কত মানুষ আজও ফিরে আসে ভিযেতনামে, দরিদ্র ঘরের শান্ত যুবতী মেয়েটিকে বিয়ে করে থেকে যায়। এর মধ্যে শ্যামদেশের যৌনপিপাসা নেই, এ যেন এখ গভীর অসুখ। ওইসব শান্ত যুবতীর লাজুক মুখ আর কিম ফুকের ঝলসে যাওযা দেহ শেষ পর্যন্ত কোথাও এক হয়ে যায়। সাইগন নদীতে জোয়ার আসে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত সুড়ঙ্গ পথে একঝলক হাওয়া ঢোকে। মানুষ প্রাণ ভরে শ্বাস নেয়।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

যথার্থ বামপন্থা বিস্মৃত হননি ক্ষিতি গোস্বামী

গৌতম রায়

পূর্ব প্রকাশিতের পর

এই সার্বিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার ক্ষেত্রে কোচবিহার রাজ্যের ভৌগোলিক সীমানাকে অবলম্বন করে ক্রমে গোটা উত্তরবঙ্গে মানুষকে রাজনীতি সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে সবথেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন বামপন্থী ছাত্র, যুবরা। এই কাজ কোবিহার শহরকে কেন্দ্র করে একদিকে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত মানুষজন করেছিলেন। অপরদিকে এই কাজে সহায়তা করেছিলেন কোচবিহারের এমন কিছু ছাত্র, যুবরা সেই সময়ে, যাঁরা ধীরে ধীরে কোচবিহার শহরকে কেন্দ্র করে অনুশীলন সমিতির ভাবধারায় আরএসপি দলটিকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কোচবিহার শহরকে কেন্দ্র করে এই কাজে সেই সময় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কোচবিহার শহরের এক তরুণ ছাত্র। যিনি রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন আরএসপি দলের সঙ্গে। 'মহানন্দা' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশের ভেতর দিয়ে কোচবিহারের ছাত্র-যুব করে কোচবিহার রাজার সামন্ততান্ত্রিক শাসন তথা শোষণেণ বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তোলবার ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের পাশাপাশি ঐতিহাসিক বূমিকা পালন করেছিলেন সেদিন আরএসপির তরুণ কর্মী অরুণ মৈত্র।

তিনি যেভাবে কোচবিহারের নবীন প্রজন্ম এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভেতরে রাজার সামন্ততান্ত্রিক বিরুদ্ধে একটা তীব্র ক্ষোভের ভূগোলকে সম্প্রসারিত করতে পেরেছিলেন, তাতে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন কোচবিহাররাজ স্বয়ং। সেই সময় কোচবিহার রাজার একটি কালাকানুন ছিল। সেটি হল কোচবিহার রাজ্য যদি কাউকে মনে করেন যে, সেই লোকটি কোচবিহার রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক,তাহলে ২৪ ঘণ্টার নোসিশে কোচবিহার রাজ্য, সেই ব্যক্তিকে তার রাজ্য থেকে নির্বাসিত করতে পারেন।

এই আইনের সুযোগ নিয়ে কোচবিহারের রাজ্য অরুণ মৈত্রকে তাঁর পিসেমশাই অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ রায়ের বাড়ি থেকে রাতের অন্ধকার জুলুমপূর্বক বহিষ্কৃত করেন। উপেন্দ্রনাথ ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি রাজার অধীনে কোচবিহারের ভিক্টোরিয়া কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক হয়েও কোচবিহার রাজার দরবারে একদিনের জন্য উপস্থিত হননি, তাঁকে সেলাম কার তো দূরের কথা তাই কোচবিহারের দেশীয় রাজার সময়কাল পর্যন্ত উপেন্দ্রনাথ যোগ্যতা সত্ত্বেও কলেজের অধ্যক্ষ হতে পারেননি।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই অরুণ মিত্র পরবর্তীকালে কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তবে এই যে ঘটনাক্রম, এই যে নবীন প্রজন্মের মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলার ভেতর দিয়ে গোটা মধ্যবিত্ত সমাজকে সামন্ততন্ত্রে বিরুদ্ধে সংগঠিত করবার প্রয়াস, এই বিষয়টি কিন্তু একদিকে যেমন কমিউনিস্টরা গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে করেছিলেন তেমনি করেছিলেন ননী ভট্টাচার্য এবং তাঁর উত্তরসূরি ক্ষিতি গোস্বামীর মতো মানুষজনেরা।

জাতীয় আন্দোলনের কালে সশস্ত্র বিপ্লবীদের যেভাবে তাঁদের কর্মী সংগ্রহ করতেন, সেই আঙ্গিককেই কিন্তু পুরোপুরি আত্মস্থ করেছিলেন বামপন্থীরা। আগুন খেকো ছাত্রনেতা হিসেবে এই ধারাটির যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন ক্ষিতি গোস্বামী।

ফায়ার ব্রান্ড ছাত্রনেতা হিসেবে ছাত্রদের ভেতর রাজনৈতিক চিন্তা চেতনার প্রসারের ক্ষেত্রে এই জায়গাটিকে কিন্তু ক্ষিতি গোস্বামী বা তাঁর সমসাময়িক ছাত্রনেতারা অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ছিন্নমূল ক্ষিতিবাবু কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে নিজের জীবনকে পরিচালিত করেছিলেন। সেভাবেই নিজের পড়াশোনা চালিয়েছিলেন। পরিবার পরিজনদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু সেই কঠিন পরিস্থিতিতে একটিবারের জন্য রাজনৈতিক বোধের সঠিক পরিচয় রাখার প্রশ্নে তাঁর ভিতরে কোনওরকম স্খলন দেখতে পাওয়া যায়নি।

দেশভাগের অব্যবহিত পরে ছিন্নমূল মানুষদের ভেতর সাম্প্রদায়িক চেতনা বিস্তারের ক্ষেত্রে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি তখন অত্যন্ত ন্যক্কারজনক ভূমিকা পালন করে চলছিল। হিন্দু সাম্প্রদায়িকেরা সেই ভূমিকা পালন করেও নবীন প্রজন্মের মানুষদেরকে কোনও অবস্থাতেই মুসলিমবিদ্বেষী করে, তুলতে পারেনি, বামপন্থী ছাত্র, যুবদের গভীর তুলতে পারেনি, বামপন্থী ছাত্র, যুবদের গভীর, বাস্তবমুখী, আদর্শবাদী রাজনৈতিক বিচক্ষণতার দরুণ।

এই জাকে সেই সময়ের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতারা যেমন ভূমিকা পালন করেছিলেন, তেমনিই উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন ক্ষিতি গোস্বামীদের মতো ছাত্র,যুব কর্মীরা। এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় উত্তরবঙ্গর প্রেক্ষিতে বীরেন দে সরকার, ননী ভট্টাচার্য, পরিমাল মিত্র, দীনেশ জোয়ারদার, মানিক সান্যাল, বীরেশ্বর লাহিড়ী প্রমুখ বামপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কথা এবং অবশ্যই ক্ষিতি গোস্বামীর কথা।

ছাত্রনেতা হিসেবে ক্ষিতিবাবুর কর্মী সংগ্রহের যে অনন্য সাধারণ ধারাটি ছিল, তা কেবল ব্যক্তি ক্ষিতি গোস্বামীরই ছিল তেমনটা কিন্তু নয়। সেই সময়ের বামপন্থী রাজনৈতিতে ছাত্র, যুব কর্মীরা, তাঁদের আগের প্রজেন্মের নেতৃত্বর কর্মী সংগ্রহের ধারাটিরযে অনবদ্য অনুসরণ করে চলতেন, ক্ষিতি গোস্বামী ছিলেন তারই সার্থক উত্তরসূরি। ত্রিদিব চৌধুরী, ননী ভট্টাচার্য, পরিমল মিত্র, বীরেন দে সরকার দীনেশ জোয়ারদার এবং অতি অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় পাঁচ-ছয়ের দশকের কিংবদন্তী ছাত্রনেতা দীনেশ মজুমদারের কর্মী সংগ্রহের ধারাটির কথা।

সেই ধারাটিকে অনুসরণ করেই, তাকে একটা নিজস্ব আঙ্গিক, নিজস্ব ভঙ্গিমা উপনীত করে, স্কুল-কলেজের ধারাবাঁধা ছাত্র আন্দোলনের আঙ্গিককে অতিক্রম করে, খেলার মাঠ থেকে ডিবেট কম্পিটিশন, কিংবা নাটক ঘিরে কর্মতৎপরতা অথবা কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সব জায়গাতেই করুরির চোখ নিয়ে মিশে যেতে পারতেন ক্ষিতি গোস্বামী।

নেতৃত্বের কোনও গজদন্ত মিনার থেকে ক্ষিতি গোস্বামী বা তার সমসাময়িক কোনও বামপন্থী নেতা, তাঁদের কর্মী সমর্থক ক্যাডারদের দেখতেন না। একজন অতি সাধারণ কর্মীর সঙ্গে গোস্বামী কখনও এতটুকু পার্থক্য পজায় রেখে তাঁর যাপনচিত্রকে পরিচালিত করেননি। সহজ সরল সাদাসিধে জীবনযাবনের ভেতর দিয়ে একজন উচ্চবিত্তের উচ্চ মেধারছাত্র কর্মীকেও যেমন তিনি আপন করে নিতে পারতেন, তেমনই অত্যন্ত সাধারণ কিংবা নিম্নবিত্তের, নিম্ন মেধার এখজন কর্মীকেও আপন করে নেওয়ার এক অদ্ভুত সম্মোহনী শক্তি ছিল ক্ষিতি গোস্বামীর।

দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে বৃহত্তম আন্দোলনের মানসিকতাকে সামনে রেখে, মানুষের রুটি,রুজির লড়াইয়ের প্রস্তুতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে, মানুষের অধিকারকে বিভ্রান্ত করে দেওয়ার লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক অপশিক্তির বিরুদ্ধে জীবনপণ লড়াইয়ের সমর্পিত হওয়ার লক্ষ্যে দীনেশ মজুমদার, ক্ষিতি গোস্বামীদের প্রজন্মের এই লড়াইয়ের উত্তরাধিকার বামপন্থী যুব আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রবাহিত হতে আমরা দেখেছি মহম্মদ সেলিমের মতো মানুষের ভেতর দিয়ে।

কৌতুকে করুণায় গজদন্ত মিনারে বাস করেনিজের ক্যাডারদের দেখা নয়। তাঁদের যথার্থ সহযোদ্ধা হয়ে ওঠার যে শিক্ষা প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসু, ত্রিদিব চৌধুরী, বিশ্বনাথ মুখার্জি, গীতা মুখার্জি, ননী ভট্টাচার্য, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানুষজনেরা দিয়ে গিয়েছিলেন, যে মানসিকতা ক্ষিতি গোস্বামীর মতো মানুষরা চিরজীবন বহন করেগিয়েছেন, তারই আলোকবর্তিকা বহন করে চলেছেন মহম্মদ সেলিমের মতো মানুষেরা।

জীবনপণ লড়াই করে, দারিদ্র্যের মোকাবিলা করতে হয়েছিল ক্ষিতি গোস্বামীকে। নেতা হওয়ার জন্য মন্ত্রী হওয়ার জন্য, ক্ষিতি গোস্বামীর মতো মানুষেরা কখনও নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সমবেত হননি। তাই সেই ক্ষিতি গোস্বামীর মতো মানুষ যখন দলীয় দাযবদ্ধতা রক্ষার তাগিদেই সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিমণ্ডলে প্রবেশ করেছিলেন, মন্ত্রী হয়েছিলেন, তখনও কিন্তু একটিবারের জন্য তিন বদলে যাননি।

বুর্জোয়া পরিকাঠামে, গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার পরিমণ্ডলকে কোথায় কতখানি সংকুচিত করে ফেলতে পারে, গ্রাস করতে পারে, ক্ষিতিবাবু তাঁর রাজনৈতিক বোধের দ্বারা, অভিজ্ঞতার নিরিখে সেটা খুব ভালো করেই উপলব্ধি করতে পারতেন। সেই কারণে ক্ষমতার পরিমণ্ডল, ক্ষমতার পরিসর, তাকে কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও কখনও গ্রাস করেনি। বুর্জোয়া পরিকাঠামোর অংশে তিনি প্রবেশ করতে পারেননি বলেই হয়ত যে অংশের লোক কেবলমাত্র নিজের জীবন জীবিকাকে গুছিয়ে নেওয়ার তাগিদে বামপন্থী সেজেছিলেন, তাঁরা সহ্য করতে পারেননি ক্ষিতি গোস্বামীর মতো মানুষকে।

অসৌজন্যমূলক অসংসদীয় আক্রমণ তাঁরা করেছেন ক্ষিতিবাবুকে। কিন্তু ক্ষিতি গোস্বামীকে টলানো যায়নি। নড়ানো যায়নি তাঁর নিজের বিশ্বাস থেকে। সেই অংশের লোক কিন্তু রাজনৈতিক পালাবদলের প্রায় সেঙ্গ সঙ্গেই জার্সি বদল করতে দেরি করেননি। আর ক্ষিতি গোস্বামীর মতো মানুষ কিন্তু বয়স, শরীর, পরিবার, পরিজনের সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে নিজের প্রথম জীবনের রাজনৈতিক বোধকে আরও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন। একটিবারের জন্য কোনও চাপের কাছে নতিস্বীকার তিনি করেননি। মন্ত্রী থাকাকালীন যেমন কোনওদিন কোনও চাপের কাছে নতিস্বীকার করে তিনি নিজের আদর্শের পথ থেকে একবারের জন্য বিচ্যুত হননি, সেই একই অবস্থান তিনি কিন্তু মন্ত্রিত্ব থেকে সরে এসেও মর্যাদার সঙ্গে বজায় রেখেছিলেন। খনেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত থেকে শুরু করে ভোলা সেন, পূর্ত দফতরের যে ধূলি,ভূসর পথ অনুসরণ করেছিলেন, সেটা বামফ্রন্ট সরকার '৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পরেই উপলব্ধি করেছিলেন বামফ্রন্ট নেতৃত্ব।

রাজনৈতিক প্রজ্ঞার আড়ালে মিষ্টিভাষী, শিষ্টাচারবাহী একটি ব্যক্তিত্বের ভেতর দিয়ে একটিবারের জন্য কিন্তু ক্ষিতি গোস্বামী তাঁর দক্ষ, ঋজু, দৃঢ় প্রশাসকের ভূমিকাটিকে হারিয়ে যেতে দেননি। একজন যথার্থ বামপন্থী যে যেকোনও পরিস্থিতিতেই একজন যথার্থ মানুষের ভূমিকা পালন করতে পারেন, একথা ক্ষিতি গোস্বামী তাঁর গোটা জীবন ধরে আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেলেন।

গৃহস্থের আঙিনায় আদর্শের স্থিত থেকেও কীভাবে যাপনচিত্র অতিবাহিত করা যায়, কোনওরকম সংকীর্ণতার বেড়াজালে নিজেকে আবদ্ধ না রেখেও কীভাবে একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ পদে উপনীত হয়ে হওয়া যায়, সেই প্রদীপটি ক্ষিতিবাবু জ্বালিয়ে দিয়ে গেলে। সেই প্রদীপের আলো হয়ত আরও অনেককাল গৃহস্থের আঙিনাকে আলোকিত করবে।

সমাপ্ত

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রবিবার গোটা রাজ্য জুড়েজন সম্পর্ক অভিযান নিয়ে এক র‌্যালির আয়োজন করেন। ছবি- নিজস্ব।

আগামীকাল থেকে ফের নামবে পারদ

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি.স): আগামীকাল থেকে ফের নামবে পারদ। রাজ্যে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা। জোড়া নিম্নচাপ আরব সাগরে। এর জেরে সমুদ্র উত্তাল হবে।কর্ণাটক ও কেরালা উপকূলে মৎস্যজীবীদের সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। ঝড়ো হাওয়া বইবে ৫০ থেকে ৭০ কিলোমিটার বেগে। সোমবার সন্ধের পর থেকে পারদ পতনের সম্ভাবনা রয়েছে বলেই মত আবহবিদদের।

কলকাতায় সামান্য কমলেও তাপমাত্রা এখনো স্বাভাবিকের ওপরে। সোমবার থেকে রাতের তাপমাত্রা কমতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই দুই থেকে তিন ডিগ্রি তাপমাত্রা কমতে পারে। তবে জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা এখনই নয় বলেই জানাচ্ছে আবহাওয়া দফতর। তাই,ডিসেম্বরের শুরুতেও শীতের আমেজ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরেই এমন অবস্থা। বলছেন আবহাওয়াবিদরা। ২০১৫-র পর এবারও একই অবস্থা। দেরি করে দেখা মিলবে শীতের। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, ১৫ ডিসেম্বরের আগে জাঁকিয়ে শীত পড়ার সম্ভাবনা কম। দক্ষিণবঙ্গের কোনও কোনও জেলায় তাপমাত্রা কিছুটা নেমেছে গত কয়েকদিনে। তবে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় এখনও সেভাবে শীত পড়েনি। ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের জেরে কয়েকদিনের জন্য পারদ নিম্নমুখী ছিল বটে। তবে সেটা সাময়িক।

সাধারণত তাপমাত্রা ১৪ থেকে ১৫ ডিগ্রিতে স্থায়ী হলে বলা হয় পাকাপাকি ভাবে শীত এসেছে। নভেম্বরের শেষ থেকে শীতের পরশ অনুভব করা যায়। তবে এবছর ছবিটা একেবারেই অন্য। হাল্কা শীতের আমেজ বা পরশ মিলেছে বটে। মাঝে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পৌঁছেছিল ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কোঠায়। সন্ধের পর সেসময় কদিন বাতাসে বেশ শিরশিরানিও অনুভব হয়েছিল। তবে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসতেই এক ধাক্কায় তাপমাত্রা বেড়ে যায়। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছুঁইয়ে ফেলে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘর, যা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ খানিকটা বেশি। পারদ বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে চড়া রোদ এবং আর্দতাজনিত অস্বস্তিও। বাতাসে অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প থাকায় সকালের দিকে বেশ কুয়াশাও পড়ছে।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। ঘন কুয়াশা ও বৃষ্টির কোন সতর্কবার্তা নেই। আগামী ২৪ ঘণ্টায় নিম্নচাপ তৈরি হবে লাক্ষাদ্বীপ সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগরে। পরের ২৪ ঘন্টায় তা আরও শক্তিশালী রূপ নেবে। আর ও একটি নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ পশ্চিম আরবসাগর এলাকায়। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় তা শক্তিশালী হয়ে পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম দিকে এগোবে। এই দুই নিম্নচাপের জেরে সমুদ্র উত্তাল হবে। আজ থেকেই ঝড়ো হাওয়া বইবে কেরালা কর্ণাটক উপকূলে। আজ ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হওয়ার সর্তকতা। ক্রমশ বাড়বে ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ। ৭০ কিলোমিটার পেরিয়ে যেতে পারে ঝড়ো হাওয়ার গতিবেগ। সঙ্গে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস হওয়ার সম্ভাবনা। হেরজিরি কেরালা কর্ণাটক উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। রাজস্থানের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা হিমালয় সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে।এর জেরে ঘন কুয়াশা রাজস্থান হরিয়ানা উত্তর প্রদেশ আসাম মেঘালয় নাগাল্যান্ড মণিপুর মিজোরাম ত্রিপুরা হিমাচল প্রদেশ উত্তরাখণ্ডে। পূবালী হাওয়া সক্রিয়। এর প্রভাবে আগামী ৪৮ ঘন্টায় তামিলনাড়ু পুদুচেরি ও কর্নাটকে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টি হবে লাক্ষাদ্বীপ মহারাষ্ট্র কেরালা ও গুজরাট উপকূলে।

সোমবার কলকাতার আকাশ থাকবে সাধারণত পরিস্কার। রবিবার অবশ্য কলকাতার আকাশ ছিল পরিস্কার। আবহাওয়াবিদরা জানান, এদিন রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৭ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন,১৯ দশমিক ০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি । বাতাসে অপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৯৯ শতাংশ। সর্বনিম্ন,৫০ শতাংশ। গত চব্বিশ ঘন্টায় কলকাতা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় নি।

বিজেপির অহংকার ও ঔদ্ধত্য কালিয়াগঞ্জের মানুষ ভেঙে দিয়েছে : শুভেন্দু

কালিয়াগঞ্জ, ২৯ নভেম্বর (হি.স): 'বিজেপির অহংকার ও ঔদ্ধত্য কালিয়াগঞ্জের মানুষ ভেঙে দিয়েছে'। রবিবার কালিয়াগঞ্জে বিজয় সমাবেশে একথা বলেন পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন , 'মানুষ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উপরেই আস্থা রেখেছেন'।

সম্প্রতিক উপ নির্বাচনে খড়গপুর ও করিমপুরের পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রটিও হাতে এসেছে তৃণমূলের। পরিসংখ্যান বলছে রাজ্যে বাম শাসনের অপসারণের পর এই প্রথমবার কালিয়াগঞ্জ বিধানসভার দখল নিতে পারল তৃনমূল কংগ্রেস। সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে ওই কালিয়াগঞ্জের দায়িত্বে ছিলেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। স্বয়ং দল নেত্রী তাঁকে ওই দায়িত্বভার দেন। তাই দলকে জিতিয়ে রবিবার কালিয়াগঞ্জের মাটিতে পা রাখলেন পরিবহনমন্ত্রী। তিনি বলেন, কালিয়াগঞ্জের মানুষের আশীর্বাদেই এটা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি এদিন বিধানসভার বাসিন্দাদের নতমস্তকে প্রনামও জানালেন রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী তথা দলের জেলা পর্যবেক্ষক শুভেন্দু অধিকারী।কালিয়াগঞ্জবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, এখানে এমন উন্নয়ন হবে যা রাজ্যের কাছে মডেল হয়ে থাকবে। এদিনের বিজয় সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শ্রম দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী গোলাম রব্বানি, জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, জেলা তৃনমূল কংগ্রেস চেয়ারম্যান অমল আচার্য, উত্তর দিনাজপুর জেলাপরিষদের সভাধিপতি কবিতা বর্মন, কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীপা সরকার, কালিয়াগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক চন্দ্র পাল ও প্রমুখ।

গত লোকসভা ভোটে বিজেপির থেকে প্রায় ৫৭ হাজার ভোটে পিছিয়ে থেকেও মাত্র ছ'মাসের লড়াইয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তপন দেব সিংহ জয়ী হয়েছেন কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে। এত ভোটে ব্যবধান থাকার পরেও বিজেপি এই উপনির্বাচনে তাদের জয় নিশ্চিত করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব থেকে শুরু করে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে এনেও গড় রক্ষা করতে পারেনি বিজেপি।

আজ দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে রাজ্যের মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, প্রতিটি মানুষের সাথে সংযোগ রেখে তাদের সুখে দুঃখে পাশে দাঁড়াতে হবে। এদিন দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রীর বার্তা যারা আমাদের ভোট দেননি বা এখনও বিজেপি করছেন তাদের শত্রু না ভেবে তাদের বন্ধু ভেবে তাদের কাছেও যেতে হবে।

জন্মদিনে বিএসএফকে অভিনন্দন উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা উপ-রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

নিজের ট্যুইটবার্তায় বিএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবসে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সকল জওয়ানদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি। বিএসএফ-কে দেশের প্রতিরক্ষার প্রথম বলয় হিসেবে আখ্যা দিয়ে বীর জওয়ানদের সাহসিকতা, বীরত্ব এবং নিষ্ঠাকে কুর্ণিশ জানিয়েছেন তিনি। মৃত্যু পর্যন্ত কর্তব্যই যে বিএসএফের সাহসিকতার পরিচয় তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

বিএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবসে জওয়ান এবং তাদের পরিবারবর্গকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিজের ট্যুইটবার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, নিষ্ঠা সহকারে দেশের সীমান্ত রক্ষা করে চলেছে বিএসএফ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় বিএসএফ জওয়ানদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং আপাতকালীন পরিস্থিতিতে দেশবাসীর সেবায় নিয়োজিত থেকেছে বিএসএফ।

উল্লেখ করা যেতে পারে ভারতের সীমান্তকে সুরক্ষিত রাখার জন্য ১৯৬৫ সালের পয়লা ডিসেম্বর গঠন করা হয় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। বিএসএফের প্রথম ডিজি ছিলেন এফ কে রুস্তমজি।

মাস্টার মশাই এর সেবায় প্রান বাঁচল পরিযায়ী পেরিগ্রিন ফ্যালকন

সিউড়ি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : মাস্টার মশাই এর সেবায় প্রাণে বাঁচল পরিযায়ী "পেরিগ্রিন ফ্যালকন"।

গত কয়েক দিন আগে, মাঠের ধারে একটি আহত পাখিকে ছটফট করতে দেখেন এক মাস্টার মশাই। তিনি খবর দেন সিউড়ির এক মাস্টার মশাই কে। খবর পেয়ে তারাপীঠের কবিচন্দ্রপুর গ্রামে এই আহত পরিযায়ী "পেরিগ্রিন ফ্যালকন" বা 'আগুনে বাজ পাখি' টি কে উদ্ধার করতে সিউড়ি থেকে ৫০ কিমি দূরে গিয়ে আহত পাখি টিকে উদ্ধার করে।

পক্ষী বিষারদরা জানাচ্ছেন, "পেরিগ্রিন ফ্যালকন" বা আগুনে বাজ পাখি মূল নিবাস অস্ট্রেলিয়া। এছাড়াও এদের ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা দেখা মেলে। এই পাখি গুলি শীত পড়তেই এদেশে চলে আসে। আকারে কাকের চেয়ে বড় স্বভাবে হিংস্র প্রকৃতির।এরা পৃথিবীর দ্রুতগামী পাখি। ঘন্টায় ৩৮৭ কিমি বেগে উড়তে পারে। এমনকি উডনত পাখি কে ধাওযা করে শিকার করে।

সাম্প্রতি তারাপীঠ কবি চন্দ্রপুরের বাসিন্দা শিক্ষক বিশ্বনাথ পাল দেখতে পান তার গ্রামের রাস্তার পাশে আহত অবস্থায় পড়ে আছে একটি পাখি। তিনি খবর দেন সিউড়ি বাসিন্দা বন্ধু শিক্ষক দীনবন্ধু বিশ্বাসকে। তখন খুব সুন্দর চিলের মতো দেখতে পাখিটি কে উদ্ধার করে সিউড়ি তে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন সিউড়ি লাগোয়া অজয় পুর স্কুলের শিক্ষক দীনবন্ধু বিশ্বাস। যখন পাখিটি উদ্ধার করেন তখন শিকারীরা পাখিটির ডানার পালক ছিঁড়ে ফেলেছ, তাই উড়তে পারছে না। ডান পায়েও চোট। তা থেকে রক্ত বের হচ্ছে। এই অবস্থাতেই আহত পাখিটি কে মাস্টার মশাই নিজের বাড়িতে রেখে সাত দিন ধরে একাই পরিচর্যা শুরু করেন। আহত পরিযায়ী পাখিটি মাস্টার মশাই এর পরিচর্যায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। প্রতিদিন দুবার করে মুরগির মাংস, মাল্টি ভিটামিন ও জল খাওয়ানো হচ্ছে নিয়ম করে। নতুন পালক বের না হওয়া পর্যন্ত পর্যবেক্ষণে রাখতে চান মাস্টার মশাই। উডবার মত পালখ গজালেই বনদফতরের সহযোগিতায় অনুকূল পরিবেশে পুনর্বাসন দেওয়া হবে বলে জানান দীনবন্ধু বাবু। যাতে পাখি টি সুস্থ অবস্থায় দেশে ফিরে যেতে পারে তার উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

শিক্ষক দীনবন্ধু বিশ্বাস বলেন, পাখি টি এখন দুবেলা মাংস খেতে দিচ্ছি। সঙ্গে ঔষুধ ও দেওয়া হচ্ছে। পাখনা গজাতে শুরু করেছে। খুব দ্রুত তাকে বন দপ্তরের সহাযতায় ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে সব চেয়ে উদ্বেগ, এই পরিযায়ী পাখি এদেশ এসে বংশ বৃদ্ধি করে। বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে ডিডিটির ব্যপক ব্যবহারের ফলে এদের ডিমের খোলস পাতলা হচ্ছে, এজন্য ডিম তা দেবার সময় ভেঙে যাচ্ছে। ফলে বংশ বৃদ্ধি ব্যহত হবার জন্য এরা সংকট গ্রস্থ প্রজাতিতে পরিনত হয়েছে।

আইসিএআই-এর শ্রীরামপুর চ্যাপ্টারের উদ্যোগে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের উপর বিশেষ সেমিনার

শ্রীরামপুর, ১ ডিসেম্বর(হি.স.) : আইসিএআই-এর শ্রীরামপুর চ্যাপ্টারের উদ্যোগে রবিবার শ্রীরামপুরের সিএমএ ভবনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের আইনের বিভিন্ন ধারায় গৃহীত নতুন সংশোধনী গুলির আলোচনা উপলক্ষে একটি সেমিনার আয়োজিত হয়।

হুগলি জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর বিশেষজ্ঞ ও ব্যবসায়ী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দি ইনস্টিটিউট অফ কস্ট একাউন্টস অফ ইন্ডিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় সংসদের সদস্য সিএমএ অরুন্ধতী বসু, সিএমএ আশীষ ব্যানার্জি, সিএমএ রঞ্জন সান্যাল (চেয়ারম্যান শ্রীরামপুর চ্যাপ্টার) কর সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর বিশেষজ্ঞ সিএমএ বিবেক জ্বালান কর আইনের বিভিন্ন সংশোধন মূলক ধারা গুলি সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সিএমএ আশীষ ব্যানার্জি সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে আয়োজন করার জন্য শ্রীরামপুর চ্যাপ্টারের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। প্রায় ৮০ জন প্রত্যক্ষ কর বিশেষজ্ঞ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এই সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয় হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের সৃষ্টি অ্যাপার্টমেন্টে ৮৯। জিটি রোডে সিএমএ ভবনে। রবিবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত চলেছে সেমিনারটি।

ভোটের মার্জিন কমলেও, ফুল্লরা সতীপীঠকে সাজিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি অনুব্রতর

লাভপুর, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): "লা ঘাট ব্রীজ" চারবার উদ্বোধন করে বামফ্রন্ট। জ্যোতিবাবু দুইবার, বুদ্ধদব একবার এবং ক্ষিতি গোস্বামী একবার। আগে মানুষ জামনা গ্রামে মেয়ের বিয়ে দিত না। মানুষ আগে থেকে খাবার যোগার করে রাখতো। লাভপুর ব্লকের জামনার মানুষ কড়াইয়ে পেরোত। তারপরেও আমরা কম ভোট পেলাম কেন? এভাবেই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন অনুব্রত। যদিও এদিন তিনি কথা দেন লাভপুরে সতীপীঠ ফুল্লরা তলায় উন্নয়নে ভরিয়ে দেবেন তিনি। বিশেষতঃ এই এলাকার বিধায়ক মণিরুল ইসলাম তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন। স্থানীয় বিধায়ক তৃণমূলে থাকাকালীন দলের জেলা সহসভাপতি অভিজিৎ সিনহা ওই এলাকার উন্নয়নের কাজে তদারকি করতেন। এখানে ১১ টি অঞ্চলে ১৭৪ বুথের মধ্যে ১০৩ বুথে বিজেপি এবং ৭১ বুথে শাসক দলের লিড ছিল। লোকসভায় মোট ৮, ৭৫৪ ভোটে শাসক দল এগিয়ে ছিল। স্থানীয় বিজেপি সংখ্যা লঘু সেলের নেতা রফিক সেখ বলেন, জামনা হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা হওয়ায় এখানে বিজেপি ফায়দা লাভ করেছে।

অন্যদিকে, সাঁইথিয়া ব্লকের ৮০ টি বুথের মধ্যে ৫৭টি বুথে বিজেপি এবং তৃণমূল ২৩টি বুথে এগিয়ে ছিল। এই অঞ্চলে শাসক দল ৪৯৫১ ভোটে পিছিয়ে ছিল। সেক্ষেত্রে দেখা গেছে, বিধানসভায় শাসক দল এগারো শূন্যতে এগিয়ে থেকে লোক সভায় শূন্য এগারোতে পিছিয়ে যায়। কারণ হিসেবে উঠে আসে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব। ভ্রমরকোলেও গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের কারণে দলের খারাপ ফল দেখা যায়। যেখানে ১১ বুথে বিধানসভায় ১৩২০ ভোটে পিছিয়ে ছিল শাসক দল। লোকসভায় ২৩০৯ ভোটে পিছিয়ে যায় দল। সাঙরা অঞ্চলে বিজেপির সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের প্রচারে লাভ পেয়েছে। এখানে বামের ভোট রামে গিয়েছে। এছাড়াও পাঁড়ুই, ধানাই, গড়গড়িয়া, লেব্রায় মানুষের ক্ষোভের কারণে শাসক দলের পরাজয়ের কারণ বলে জানা গেছে। একইভাবে ওমরপুর ওঞ্চলে আদিবাসী ভোটে পিছিয়ে যায় শাসক দল। এব্যাপারে আসন্ন বিধানসভায় ভালো ফল করার পক্ষে দলকে আশ্বাস দেন এলাকার নেতা মুস্তাক হোসেন এবং আদিবাসী প্রধান সনাতন সোরেন। এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল, জেলা সহ-সভাপতি অভিজিৎ সিনহা, বোলপুর সাংসদ অসিত মাল প্রমূখ।-

আমেরিকায় বন্দুকবাজের হামলা, আহত ১১ জন

লুইজিয়ানা, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : আমেরিকায় বন্দুকবাজের হামলা ঊ আহত অন্তত ১১ জন ঊ রবিবার আমেরিকার লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের নিউ অরলিন্স শহরের একটি সড়কে এই হামলা চালায় বন্দুকধারী।

সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, রবিবার স্থানীয় সময় সকালে নিউ অরলিন্সের ক্যানেল স্ট্রিটে হঠাৎই হামলা চালায় এক বন্দুকধারী। এতে ১১ জন গুলিবিদ্ধ হয়। এবার তাদের সবাইকেই হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।কিছু সংবাদমাধ্যম জানায়, সন্দেহভাজন ওই বন্দুকধারীকে আটক করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।ইতিমধ্যে ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলেছেন স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।

বিক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে লং মার্চের সূচনা হল

সিউড়ি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : বেশকিছু দাবি দাওয়া নিয়ে বাম ও কংগ্রেস সমর্থিত রাজ্যের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে গত শনিবার থেকে টানা ১২ দিন ধরে রাজ্যজুড়ে লং মার্চ কর্মসূচির কথা আগেই ঘোষণা আগেই হয়েছিল। এই জেলার ক্ষেত্রে রবিবার দিন বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সেই লং মার্চের সূচনা হল।

ট্রেড ইউনিয়মের নেতারা আগেই সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছিলেন যে, লং মার্চের প্রচারের জন্য জেলার প্রতিটি এলাকা থেকে ২৬ থেকে ২৮ নভেম্বর সাইকেল যাত্রা হবে। ২৮ নভেম্বর থেকে রিলে পদ্ধতিতে জেলার চার প্রান্ত থেকে সেই সেই সাইকেল যাত্রা সিউড়ি এসে পৌছাবে। সেই মত এদিন বেলার দিকে সাইকেল যাত্রা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে সিউড়ি জেলা স্কুল মাঠে মিলিত হয়। এরপর জেলা স্কুল থেকে সাইকেল যাত্রা রওনা দেয় বক্রেশ্বরের উদ্দেশ্যে। সেখান থেকেই তাঁদের পদযাত্রা শুরু হয়। এই নিয়ে সিআইটিইউ-র জেলার সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর চক্রবর্তী বলেন, 'আমাদের পদযাত্রা তিনদিন ধরে চলার পর, ৩ ডিসেম্বর পানাগড়ে লংমার্চের সঙ্গে মিলিত হবে।'

আদিবাসীদের লুঠেছে কংগ্রেস ও জেএমএম : জগতপ্রকাশ নাড্ডা

চাইবাসা(ঝাড়খন্ড), ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : আদিবাসীদের লুঠেছে কংগ্রেস ও ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম) বলে দাবি করলেন বিজেপির কার্যকারি সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা। উন্নয়নের জন্য নয়। গদির লোভে জোট বেঁধেছে কংগ্রেস এবং ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা বলে জানিয়েছেন তিনি।

রবিবার ঝাড়খন্ডের চাইবাসায় নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেস ও ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার বিরুদ্ধে তোপ দেগে কার্যকারি সভাপতি জানিয়েছেন, নিজের আত্মস্বার্থ কায়েমের জন্য রাজনীতি করে গিয়েছে এই দুই দল। পৃথক রাজ্যের দাবি যখন উঠেছিল, তখন ঝাড়খন্ডবাসীর উপর গুলি চালিয়েছিল কংগ্রেস। আদিবাসী উন্নয়নের নামে শুধুমাত্র কুম্ভীরাশ্রু করেছে দুই দলের নেতা। ঝাড়খন্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারি বাজপেয়ী স্মৃতিচারণা করে জগতপ্রকাশ বলেন, অটলবিহারি বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন পৃথক রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ঝাড়খন্ড। বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার থাকার ফলে উন্নয়নে পথে অগ্রসর হচ্ছে রাজ্য। তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাসের আমলে দুর্নীতি মুক্ত হয়েছে প্রশাসন। এক পদ এক পেনশন প্রকল্পের প্রসঙ্গ

ছয়ের পাতায়

বিশ্ব এডস দিবস উপলক্ষ্যে সিউড়ির একটি সেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে পদ যাত্রা

সিউড়ি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিশ্ব এডস দিবস উপলক্ষ্যে সিউড়ির একটি সেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে পদযাত্রা ও সচেতনতা শিবির হল। রবিবার বেলা ১১ টা নাগাদ ওই সংস্থার শিশুদের নিয়ে সিউড়ি হাটজনবাজার রেল গেট থেকে একটি র‌্যালি হয়। র‌্যালি সমগ্র স্টেশন চত্ত্বর পরিক্রমা করে।

একই সঙ্গে পথ চলতি মানুষদের সচেতন করা হয়। এরপরেই সিউড়ি স্টেশনে একটি সচেতনতা শিবির হয়। এই নিয়ে সংস্থার কর্ণধার শ্রীকান্ত ঘোষ বলেন,' আমরা সাধারণ মানুষকে এডস সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশ্যেই ওই অনুষ্ঠান করি। আমাদের অনুষ্ঠানে রেলের আরপিএফ এবং জিআরপি-র কর্মীরা তাঁদের মুল্যবার বক্তব্য রাখেন। এছাড়া স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে দেওয়ার জন্য আমাদেরকে হ্যাণ্ড বিল দেওয়া হয়েছিল।

অবিজেপি-অতৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের রাজভবন ঘেরাও উপলক্ষ্যে লংমার্চ

বাঁকুড়া, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প রক্ষা, শ্রমিকদের কাজ ও মজুরি সুনিশ্চিত করা, বেকরি রোধ, নতুন শিল্পস্থাপন, কৃষকের ফসলের ন্যাহ্য দাম, কম খরচে শিক্ষা, এনআরসি বাতিল তথা রাজ্য ও দেশ বাঁচাও সহ কয়েকটি দাবিতে অবিজেপি শ্রমিক সংগঠন গুলির রাজভবন অভিযান উপলক্ষ্যে আজ মেজিয়ার দুর্লভপুরে লংমার্চ এর সূচনা হয়। সর্বভারতীয় স্তরে অবিজেপি এবং অতৃণমূল শ্রমিক সংগঠন গুলি এক ছাতারতলায় এসে রাজভবন অভিযানের ডাক দিয়েছে আগামী ১১ ডিসেম্বর। সেই লক্ষ্যে সারা রাজ্য জুড়ে পদযাত্রীরা লং মার্চে অংশ নিয়েছেন। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে লং মার্চে অংশ গ্রহণকারীরা ১০ ডিসেম্বর হাওড়ায় মিলিত হবেন। রবিবার বাঁকুড়া জেলার মেজিয়া শিল্পাঞ্চলের দুর্লভপুরে লং-মার্চের সূচনা হয়। সিআইটিইউ-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আনাদী সাহূ এই লং মার্চের সূচনা করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আরএসপি শ্রমিক সংগঠন ইউটিইউসি"র বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক গঙ্গা গোস্বামী, আইএনটিইউসি নেতা কালিপদ মণ্ডল, এআইটিইউসি নেতা দুলাল দাস। সিআইটিইউ-এর বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক সৌমেন্দু মুখোপাধ্যায়, ডিভিসি শ্রমিক ইউনিয়নের দুই নেতা সমীর বাইন ও সাগর কর্মকার ও কৃষক নেতা কিংকর পোষাক। প্রাক্তন সাংসদ সুনীল খাঁ ও প্রাক্তন বিধায়ক নবনী বাউরি, সমাজকর্মী সুজয় চৌধুরী এবং মানিক ঢাং-এর মত বামপন্থী শ্রমিক নেতারা জোট শ্রমিক সংগঠনের লং মার্চে অংশগ্রহণ করেন। এই লং-মার্চের শেষ হয় বড়জোড়া শিল্পাঞ্চলের রাজার বাঁধ ময়দানে এসে। সেখানে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়, সমাবেশে বামপন্থী নেতা অমল হালদার, জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নীলমাধব গুপ্ত সহ বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে সিআইটিইউ নেতা অনাদী সাহু বলেন, দেশ আজ বিপন্ন। জিডিপির হার দ্রুত গতিতে নেমে যাচ্ছে। দেশে শিক্ষিতের হার বাড়ছে কিন্তু কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। কর্মসংস্থানের জন্য শিল্প-কারখানাতো হচ্ছে না বরং একে একে কারখানা গুলি বন্ধ হচ্ছে। যে কয়েকটি কারখানা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বেঁচে রয়েছে সেগুলিও বেসরকারি করণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে মোদী সরকার। কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্চে নয়তো বিলুপ্ত করে দিচ্ছেন মোদী বাহিনী। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে আমাদেরকে একজোট হয়ে লড়াই করতে হবে। বামপন্থী নেতা অমল হালদার বলেন, মোদী জমানায় যে হারে কৃষক আত্মহত্যা করেছেন স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে তা বিরল ঘটনা। এই অবস্থায় মোদী-শাহর অট্টহাসি দেখছে সারা দেশেরমানুষ। দেশে বারোটা বেজে গেছে ঊ অপরদিকে এনআরসি আতঙ্ক সাধারণ মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্তকরে তাদের দলে টানতে চাইছে বিজেপি।পাশাপাশি রাজ্যের তৃণমূল সরকারেরও কঠোর সমালোচনা করেন নেতারা।

আরএসপি নেতা গঙ্গা গোস্বামী বলেন, কেন্দ্রের মোদী আর রাজ্যের

ছয়ের পাতায়

রবিবার আইএনপিটি'র কমকর্তারা এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। । ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

ডায়াবেটিসের ওষুধ দূর করবে অ্যালঝেইমারও

অ্যালঝেইমার বা মস্তিষ্কের স্মৃতিহীনতা রোগ হলে মানুষ স্মৃতিশক্তি হারাতে থাকে। এক সময় নিজের যাপিত জীবনের কিছুই আর মনে থাকে না তার। আবার টাইপ ২ ডায়াবেটিস অ্যালঝেইমারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ফ্যাক্টর এবং এটি এ রোগ বাড়াতে সহায়ক। এতোদিন নিদারুণ রোগটির তেমন কোনো চিকিৎসা না থাকলেও এখন চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলছেন, ডায়াবেটিসের ওষুধই অ্যালঝেইমারের উপসর্গগুলো দূর করতে সাহায্য করতে পারে।

বিজ্ঞানীরা সম্ভাব্য ওষুধ উদ্ভাবন করেছেন, অ্যালঝেইমারের উপসর্গে ব্যবহার করা যেতে পারে। ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় প্রাথমিকভাবে তৈরি ওষুধটি ইদুরের ওপর প্রয়োগ করে দেখা গেছে, এটি উল্লেখযোগ্যহারে স্মৃতিশক্তি হারানোর বিপরীতে কাজ করতে সমর্থ।

জানা গেছে, ল্যাঙ্কাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক অধ্যাপক ক্রিশ্চিয়ান হোলসকারের নেতৃত্বে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলেছেন, 'ওষুধটির অ্যালঝেইমার রোগের মতো দীর্ঘস্থায়ী নিউরোডিজেনরেটিভ ডিসঅর্ডারের জন্য নতুন চিকিৎসা পদ্ধতিতে উন্নীত হওয়ার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি রয়েছে।' এটি মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ফ্যাক্টরের মাত্রা বাড়িয়েছে, যা স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা রক্ষা করে, মস্তিষ্কের অ্যালজাইমার, দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেনের সাথে সংযুক্ত অ্যাইয়াইলয়েড ফলকগুলোর পরিমাণ হ্রাস করে। ওষুধটি স্নায়ুকোষের ক্ষতির হারও নিচে নামিয়ে আসে।'

অ্যালঝেইমার রোগ ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশতার সবচেয়ে সাধারণ কারণ। এটি একটি বর্ধনশীল রোগ, যা স্মৃতিশক্তি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মানসিক কার্যকারিতা ধ্বংসকরে। ডিমেনশিয়া সংক্রান্ত গবেষণা দাতব্য প্রতিষ্ঠান অ্যালঝেইমার সোসাইটির মতে, ২০৫১ সালের মধ্যে ব্রিটেনের ২০ লাখের বেশি মানুষের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অ্যালঝেইমার সোসাইটির গবেষণা ও উন্নয়ন পরিচালক ড: ডগ ব্রাউন বলেন, এ ওষুধটির কাজ করলে আগামী ১৫ বছর কোনো নতুন চিকিৎসার সঙ্গে অ্যালঝেইমার মোকাবেলার নতুন উপায় খুঁজতে হবে না।' 'ওষুধটিকে উন্নত করা গেলে এটি অ্যালঝেইমার ও ডিমেনশিয়ার অন্যান্য ফর্মগুলোর সঙ্গে মানুষের উপকার করতে পারে। গবেষণার এ পদ্ধতিটি তাদের প্রয়োজনে নতুন ওষুধের প্রতিশ্রুতিও লাভ করতে পারে।'যদিও ডিমেনশিয়া বা অ্যালঝেইমারের কোনো নির্দিষ্ট প্রতিকার নেই। তবে মস্তিষ্কের শক্তি বাড়াতে পুষ্টিকর ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার ও শরীরচর্চা সহায়ক। বায়তানাথের ক্লিনিক্যাল অপারেশনস অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন ম্যানেজার ড: আশুতোষ গৌতম বলেন, 'অশ্বগন্ধা ও ব্রাহ্মীর মতো উদ্ভিদগুলো মস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তি ফাংশনকে মনোযোগ ও ঘনত্বের মতো উন্নতি এবং স্নায়ুকোষের ক্ষতি প্রতিরোধে সাহায্য করে।'

ভিটামিন সি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক চলাফেরা এবং ভিটামিন বি বয়সজনিত মস্তিষ্কের সংকোচন ও জ্ঞানীয় ক্ষতিকারকতা থেকে রক্ষা করে। কালো মুরগির মাংস, চিংড়ি মাছ, ফল , মাছ , সবুজ শাক-সবজি , মাশরুম, চিনাবাদাম, তিলের বীজ, ডিম মস্তিষ্কের ক্ষমতাকে সংশোধন করে।

একটি পুষ্টিকর বীজ ও বাদাম উল্লেখযোগ্যভাবে মস্তিষ্কের শক্তি বাড়াতে সাহায্য করতে পারে কুমড়ার বীজ স্মৃতিশক্তিকে তীক্ষ্ণ করতে দুর্দান্ত ভূমিকা পালন করে। আখরোটও মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ও স্মৃতিশক্তি দক্ষতার গুরুত্বপূর্ণ অন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুলোয় একটি ভাল উৎস। সূর্যমুখী বীজসহ অন্যান্য বাদাম এবং বীজ ভিটামিন ই এর ভালো উৎস, যা মস্তিষ্ক শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যায়াম ও হৃদস্পন্দনকে বাড়িয়ে দেয় যা মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহিত করে, যাস্মৃতিশক্তিকে ধারালো রাখে, মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য, চেতনা ও হিপোকাম্পাসকেও বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। প্রতিদিন অন্তত ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট হাঁটা, সাইকেল চালানো, সাঁতারকাটা বা নাচাও মস্তিষ্কের দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতির অনুঘটক।

২০২৫ সালের মধ্যে টয়োটার সব গাড়ি হবে বৈদ্যুতিক

২০২৫ সালের মধ্যে জাপানের জায়ান্ট গাড়ি প্রস্তুতকারক কোম্পানি টয়োটার সব গাড়ি বৈতুত্যিক বা বৈদ্যুতিক সুবিধাসম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন কোম্পানিটির প্রেসিডেন্ট ও অকিও টয়োডা। আন্তর্জাতিক কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স শো-তে এ কোম্পানিটি আমেরিকার অ্যামাজন, পরিবহন সেবা প্রতিষ্ঠান উবার ও চীনের দিদি চুক্তিংয়ের সঙ্গে তাদের বিশাল অংশীদারিত্ব ঘোষণা করে। স্বায়ত্ত্বশাসিত পরিবহনের অংশ হিসেবে 'ই-প্যালেট' নামে নতুন একটি ইলেকট্রিক কনসেপ্ট থেকে তারা এ চুক্তি করে। ই-প্যালেট কনসেপ্টের মাধ্যমে গাড়িগুলো মানুষ পরিবহনের পাশাপাশি বিভিন্ন প্যাকেট, পিজ্জাও সরবরাহ করবে। আর এই কনসেপ্টের প্রধান ফোকাস হলো ইলেক্ট্রিক কানেক্টেড কার। কোম্পানিটি জানায়, টয়োটা ৯০ টি দেশে ৩৭ টি মডেলের বৈদ্যুতিক গাড়ির প্রস্তাব দিয়েছে। এছাড়াও ২০২০ সালের প্রথম দিকে ১০ টি মডেলের ব্যাটারিচালিত গাড়ি বিশ্বব্যাপী পাওয়া যাবে। আর ২০২৫ সালের মধ্যে টয়োটা ও লেক্সাস লাইন আপের প্রতিটি মডেলের গাড়ি বিদ্যুতিক অথবা বৈদ্যুতিক সুবিধা সম্বলিত হবে।

টয়োডা বলেন, প্রযুক্তি খুব দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, চলছে প্রতিযোগিতার দৌড়। আমি রাতে ভাবি আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিরা এখন আর শুধু গাড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। যেমন গুগল, অ্যাপল, ফেসবুক। টয়োটাকে অটোমোবাইল কোম্পানি থেকে একটি গতিশীল কোম্পানিতে রূপান্তর করতে চান বলেও জানান টয়োডা।

ফুলের সুবাস নেবে রোবট

গোলাপ বাগান থেকে প্রাপ্তবয়স্ক ফুল তুলতে আর অভিজ্ঞ মালীর কাছে ধরনা দিতে হবে না। কচি পাপড়ি না পূর্ণবয়স্ক ফুল কিংবা আর ক'দিন পরে হাটে তোলা যাবে - এসব সমস্যার পলকে সমাধান দেবে 'রোবট'। সকাল সন্ধ্যা বাগানে ঢুকে পায়চারি করবে, ফুলের সুবাস নেবে। আর ঘ্রাণ শুঁকে শুঁকে ফুলকলিদের বয়সের তফাৎ বুঝবে, ধরন যাচাই করবে নেদারল্যান্ডসের মুনল্যান্ড নারে রোবটটি।

শুধু তাই নয়, পনির তৈরির ক্ষেত্রেও রোবটটি তৈরিকারকদের সহায়তা করে যাচ্ছে একজন পরিশ্রমী কর্মীর থেকেও বেশি। নেদারল্যান্ডসের বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্ররা এই রোবটটির আবিস্কার করে। এর ডিজাইন তৈরি করতে সময় লাগে পাঁচ মাস। সরকারি-বেসরকারি সব দফতরের কথা মাথায় রেখেই রোবটটি বানানো হয়েছে। মুনল্যান্ডের সবচেয়ে কার্যকরী দিকটি হল, এটি খুব সহজেই ১২ কেজি ওজনের দধির ছাঁচ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বয়ে নিয়ে যেতে পারে।রোবট আবিষ্কারক দলের একজন ছাত্র গর্বের সঙ্গে জানান, 'অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এই রোবটটি ধারাবাহিকভাবে কাজ করতে সক্ষম এবং এটি এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে সহজেই চলাচল করতে পারে।'

বিজ্ঞানীদের মতে, একবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে রোবট হবে বিশ্বব্যাপী মানুষের প্রধান হাতিয়ার। নির্ভরযোগ্য শ্রমিক, কর্মক্ষেত্রে সহায়তা এবং বিপজ্জনক কাজগুলোতে মানুষের পরিবর্তে রোবটের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।

পিঠের ব্যথায় কাবু হলে কোন ৫ টি জিনিস করবেন

পিঠে অসহ্য যন্ত্রণা? কিছুতেই কমছে না? অথচ, অনেক ডাক্তার দেখাচ্ছেন। ওষুধও খাচ্ছেন। কিন্তু ব্যাথাটা কিছুতেই রেহাই দিচ্ছে না? এত চিন্তা করবেন না। নিজে নিজেই বাড়িতে কয়েকটা জিনিস করুন। আপনার পিঠের ব্যাথাটা অনেকটাই নিরাময় হবে, এমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

১) পিঠে ব্যথা হলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়বেন না। অনেকেই মনে করেন, পিঠে ব্যথা মানেই সারাজীবন ভুগতে হবে। কিন্তু শুরুতেই ডাক্তা দেখিয়ে নিলে আর চেয়ারে বসার বিষয়ে একটু মেনে চলতে পারলে, ব্যথা কমবেই। একটু শক্ত চেয়ারে বসার অভ্যাস করুন। শুরুর দিকে ব্যথা লাগতে পারে। দু'একদিন পরে বুঝবেন, আপনার ব্যথা কমাতে সাহায্য করেছে।

২) রোজ খানিকটা সময় উবু হয়ে শুয়ে থাকুন। মানে শবআসনটাই উল্টো করে করুন। আপনার পিঠ সোজা থাকে যেন আর কোনও ওজন রাখবেন না। দেখবেন, আসতে আসতে পিঠের ব্যথা কমে যাবে।

৩) কনুই নিচে রেখে, কনুইতে ভর দিয়ে শুয়ে থেকে উঠুন রোজ বার ২০-৩০ বার।তাহলে পিঠের ব্যথায় আরাম পাবেন।৪) চেয়ারে হেলান দিয়ে বসবেন না খুব একটা। পারলে সোজা হয়ে বসুন। চেয়ারের পিছনে যেন ভর দিতে যাবেন না।৫) রোজ একটু আলতো করে ম্যাসাজ করুন। তিনি পেশাদার হলে ভাল হয়।

ল্যাপটপ কেনার সময় মাথায় রাখুন ৬ বিষয়

গত কয়েক বছরে ল্যাপটপ প্রযুক্তিতে এসেছে নানা বৈচিত্র্য। নামকরা ল্যাপটপ ব্র্যান্ডগুলো একের পর এক নতুন নতুন মডেল এনেছে বাজারে। ফলে বাজেট অনুযায়ী পছন্দমতো ল্যাপটপ বেছে নেওা হয়ে দাঁড়িয়েছে কঠিন।

ল্যাপটপ কেনার সময় কিছুজিনিস মাথায় রাখলে আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়া খুবই সহজ হয়ে উঠতে পারে।

বহনযোগ্যতা

ডেস্কটপের তুলনায় ল্যাপটপের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এর বহণযোগ্যতা। যদি ল্যাপটপ নিয়মিত বহন করা প্রয়োজন থাকে, তবে ছোট আকৃতির হালকা ওজনের ল্যাপটপ কেনাই ভালো।

নিয়মিত বহনের জন্য ১১ থেকে ১৪ ইঞ্চির স্ক্রিন বিশিষ্ট ল্যাপটপগুলো বেছে নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে ডেল এক্সপিএস-১৩ মডেলটি হতে পারে আদর্শ।

ল্যাপটপ একেবারেই বহনের দরকার না থাকলে ১৭ ইঞ্চি স্ক্রিন কেনা যেতে পারে।

আপনার যদি বাজেটে সমস্যা না থাকে তবে অবশ্যই ভালো রেজ্যুলেশন বিশিস্ট ল্যাপটপকেই সবারআগে প্রধান্য দেওয়া উচিত। ১৯২০ গুন ১০৮০ রেজ্যুলেশন বিশিস্ট ল্যাপটপ বেছে নিন। ভালো রেজ্যুলেশন মাল্টি টাস্কিংয়ের (একসঙ্গে একাধিক কাজ করা) সুবিধা বাড়ায়। তাছাড়া ফটো এডিটিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন, গেমিংসহ বিভিন্ন ভারী কাজেও অধিক সুবিধা দেয়।

ব্যাটারি

এমন ল্যাপটপ বেছে নিন যা কমপক্ষে আট ঘন্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ দিতে সক্ষম। কিছুকিছু ল্যাপটপ আট ঘন্টার বেশি ব্যাটারি ব্যাকআপ দেয়। আসুস জেনবুক মডেলটি নয় ঘন্টার ব্যাটারি ব্যাকআপ দিতে সক্ষম। ক্রোমবুক, নাকি উইন্ডোজ ম্যাক?

বাজারে কিছু কিছুল্যাপটপ বের হয়েছে যা গুগল ক্রম অপারেটিং সিস্টেমে চলে।এগুলো চালানো খুবই সহজ। তাই স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্রুমবুক অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বর্তমান বাজারে মান ও বাজেট বিবেচনা করলে আসুসের ক্রমবুক ফ্লিপ সি৩০২সিএ মডেলটি বেশ ভালো।

বাজেট ও টাচস্ক্রিন

বর্তমানে বাজারে কিছু ল্যাপটপ আছে যা একই সঙ্গে পুরনো মডেলের ল্যাপটপগুলোর মতো হলেও এগুলো ট্যাবলেট মোডেও রূপান্তর করা যায়। লেনোভো ইয়োগো -৯২০ এরকমই একটি ল্যাপটপ।

এসব টাচ প্রযুক্তির ল্যাপটপ ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা ও সুবিধা উভয়ই বাড়াবে।

কিন্তু টাচ ল্যাপটপের দাম বেশি। যদিআপনাকে বাজেট নিয়ে বাবতে হয়, তবে টাচ ল্যাপটপ কেনারদরকার নেই গতানুগতিক মডেলগুলোর মধ্যে একই দামে অধিক শক্তিশালী ল্যাপটপ পাওয়া যাবে।

কনফিগারেশন

প্রোসেসর, র‍্যাম, এসএসডি ইত্যাদি নির্বাচন করবেন আপনার বাজেটের উপর নির্ভর করে। প্রোসেসর কোর আই ফাইভ, র‍্যাম ৮ জিবি, এসএসডি ২৫৬ জিবির ল্যাপটপ হতে পারে একটি যুগোপযোগী পছন্দ। হার্ডডিস্কের বদলে এসএসডি (সলিড স্টেড ড্রাইভ) বেছে নেওয়াই ভালো। এতে ল্যাপটপের প্রোগ্রামগুলো দ্রুত লোড হয়।

ছানা ছাড়া তৈরি করুন গোলাপজামন

মাঝে মাঝে নতুন কোনো মজার আইটেম তৈরি করে ঘরের মানুষদের চমকে দিতে ভালোই লাগে। আজ খুব সহজে ছানা ছাড়াই মাত্র কয়েকটি উপকরণ দিয়ে ঘরেই তৈরি করুন দারুণ মজার গোলাপজামন।উপকরণ : ময়দা আধা কাপ, ঘি ২ টেবিল চামচ, গুঁড়া দুধ ২ কাপ, বেকিং পাউটার ১ চা চামচ। ভাজার জন্য তেল ৫০০ গ্রাম।সিরা: চিনি ২ কাপ, পানি ৩ কাপ, এলাচগুঁড়া, জাফরান ও গোলাপজল সামান্য। কয়েকটা পেস্তা বাদাম সাজানোর জন্য।যেভাবে তৈরি করবেন ঃ প্রথমে একটি পাত্রে তেল দিয়ে অল্প আচে গরম হতে দিন। এবার অন্য একটি পাত্রে ঘি, ময়দা, বেকিং পাউডার দিয়ে খামির তৈরি করুন। খামির থেকে পছন্দমতো আকারে মিষ্টির বল তৈরি করে তেলে অল্প আঁচে ভাজতে থাকুন।চিনি ও জল দিয় জাল করে সিরা বানাতে হবে। প্রয়োজনে দুধ দিয়ে ময়লা কেটে নিন। এবার জাফরান দিন। বলগুলো বাদামি করে ভেজে সিরায় দিন। মিষ্টি দেওয়ার পর ৩ মিনিট জ্বালিয়ে চুলা বন্ধ করে গোলাগজল দিয়ে ১০ মিনিট ঢেকে রাখুন। ব্যস ঘরেই তৈরি হয়ে গেল দোকানের লোভনীয় মজাদার গোলাপজামন। ঠান্ডা হলে পাত্রে মিষ্টি নিয়ে ওপরে পেস্তা বাদাম দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

ওষুধ প্রয়োগ না করেই বদলে ফেলুন ধূমপানের অভ্যাস

কাজের চাপ! সময় নেই খাওয়ার! শুধু ধূমপান করার সময়টুকু বের করে নিতেই হয়। না হলে যে কিছুতেই হালকা লাগে না। মাথায় যে কাজের প্রেসার কি আর করা যাবে। কিন্তু ধূমপান করার ফলে যাঁরা মনে করেন চাপ কিছুটা কমে তাঁরা সম্পূর্ণ ভুল ভাবেন। কারণ ধোঁয়া রক্তের মাধ্যমে মস্তিষ্কের মধ্যে চলে যায়। এছাড়া এটি মাথার মধ্যে গিয়ে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃস্টি করে। ভাবছেন তো ছাড়বেন কীভাবে? কোনও অসুবিধাই নেই শুধু বদলে ফেলুন নিজের কিছু অভ্যেস ।

তবে ওষুধ খেয়ে কখনই ধূমপানের ইচ্ছাকে দমাবেন না। এতে শরীরের ক্ষতি হতে পারে। কোনও ওষুধ না খেয়েই দেখে নিন কীভাবে দূর করবেন আপনার সিগারেট খাওয়ার প্রবণতা......

জোড়ে নিশ্বাস নিন

একটি ফাঁকা জায়গাতে বসে নিজের চোখ বন্ধ করে জোড়ে জোড়ে নিঃশ্বাস নিন। দুটো হাত পেটের ওপররেখে নিঃশ্বাস ছাড়ুন এবং নিন দেখবেন এতে খুবই শান্তি অনুভব করবেন আপনি। চাপ কমবে এবং সিগারেট খাওয়ার প্রবণতাও কমে যাবে।

কল্পনা করুন

খুব বেশি চাপ অনুভব করলে নিজের চেয়ারে বা কোনও একটি ঘরে গিয়ে নিজের সঙ্গে কিছু সময় কাটান। কিছু ভালো ভালো কথা চিন্তা করুন। নিজের মনকে শান্ত করার চেষ্টা করুন। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকুন, দেখবেন মাথা আবারও ঠিক ঠাক কাজ করতে শুরুকরবে।

হেঁটে নিন

কাজের ফাঁকে গিয়ে কিছুটা হেঁটেও আসতে পারেন। অফিসের সামনে যদি মাঠ থাকে কিংবা করিডোর থাকে তাহলে সেখানে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ান। কিংবা নিজের কাছের মানুষের সঙ্গে ফোনে কথা বলুন অথবা মা বাব্র খোজ খবর নিন। অথবা রাস্তার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন। দেখুন অন্যান্য মানুষ কীভাবে কাজ করছে। দেখবেন নিজের কাজের বাইএর বেরলে অনেক্টা মন হালকা লাগবে।

এক্সাইজ

সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজের শরীর ঠিক রাখতে সাইকেল চালান অথবা সাঁতার কাটুন। দেখবেন এতে মন খুব সতেজ থাকবে। যখন আপনি নিজের মধ্যে পজিটিভ এনার্জি অনুভব করবেন তখন ধূমপান করার প্রবণতা আস্তে আস্তে কমে যাবে।

সময় বের করুন

কখনওই এক ভাবে বসে বসে কাজ করবেন না। যেই সময় ধূমপানের জন্য বরাদ্দ করেছেন সেই সময় কিছু ান্য কাজ করুন। যেমন ধরুন আপনার অফিসের কাছাকাছি থাকাকোনও কফি শপে ডেকে নিতে পারেন আপনার বন্ধুকে। এছাড়া গল্পের বই পড়ার অবথা ছবি তোলার অভ্যেস করুন। সিগারেট খেতে ইচ্ছে হলেই নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করুন। দেখবেন ধীরে ধীরে সিগারেটের ধোঁয়াও আর সহ্য হবে না।

বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলুন

এমন কোনও ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলুন যাঁকে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন। অথবা যিনি আপনাকে সিগারেট খাওয়ার সময় সঙ্গ দেন তাঁরসঙ্গে কথা বলুন সিগারেট না খেয়ে শুধু কথা বলতে যান। তাঁর অভ্যাসও ধীরে ধীরে ত্যাগ করনোর চেষ্টা করুন। দেখবেন তিনি না খেলে আপনারও আর খেতে ইচ্ছে করবে না।

হায়দরাবাদের ঘটনার প্রতিবাদ ঝাড়গ্রামও কন্যার নিরাপত্তা চেয়ে ধরনায় পিতা

ঝাড়গ্রাম, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : হায়দরাবাদের শামশাবাদে মহিলা পশুচিকিতককে ধর্ষণ এবং পুড়িয়ে খুনের ঘটনায় প্রতিবাদে ধরনায় বসেছেন ঝাড়গ্রামের এক পিতা ঊ রবিবার নিজের কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে শহরের অন্যতম জনবহুল এলাকা শিব মন্দির এলাকায় ধরনায় বসেছেন পেশায় ব্যবসায়ী রবীন প্রামানিক ঊ যার চর্চা চলছে সকলের মুখে মুখে ঊ তিনি দেশের নারীদের নিরাপত্তায় কঠোর আইনের আবেদন করেছেন।

নির্ভয়াকান্ডের পর আবার হায়দ্রাবাদের ঘটনা নাড়া দিয়েছে দেশের প্রতিটিপ্রান্তের মানুষকে। অরণ্য শহর ঝাড়গ্রামে সেই ঢেউ এসে পড়ছে।রবিবার ঝাড়গ্রাম শহরের সকালটা ছিল আর পাঁচটা দিনের থেকে অবশ্যই আলদা। দৈনন্দিন কাজে যারা বাজারে গিয়েছেন বা শহরের অন্যতম জনবহুল এলাকা শিব মন্দির এলাকায় গিয়েছেন তারা অবশ্যই এক অন্য অনুভূতি নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। ঝাড়গ্রাম শহরে নতুনডিহির বাসিন্দা পেশায় ব্যবসায়ী রবীন প্রামানিক এদিন রবিবার সাকাল আটটা থেকে বেলা এগারোটা পর্যন্ত তার ছোট নাবালিকা কন্যাকে নিয়ে পথে বসে নিরব প্রতিবাদ করেছেন।হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে তিনি মেয়েকে নিয়ে বসেছিলন।

রবীনবাবুর একটাই কথা "আমাদের দেশ মহান, দেশ আমাদের ভারত মাতা। অথচ সেই দেশে আজ নারী জাতি আক্রন্ত। তাদের নিরাপত্তা নেই। একজন কন্যার বাবা হিসেবে দেশের নাগরিক হিসেবে আমি ভীষন চিন্তিত। নরীরা সুরক্ষ পাচ্ছেনা। একটাই আবেদন দেশে এই ধর্ষনের বিরুদ্ধে এমন একটা আইন করা হোক যাতে এই কাজ করার আগে দুষ্কৃতিরা একবার হলেও ভাববে।" আর এইভাবেই এদিন শহরের জনবহুল শিব মন্দির এলাকাতে পিতা ও কন্যার লালকালীতে লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে নিরব প্রতিবাদে সামনে থেকে না হলেও নিরবেই অনেক শহরবাসী সামিল হয়েছিলেন।

হ্যাক হয়েছে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট, লিংকড জাপানি পর্ণগ্রাফি

গুয়াহাটি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসমের উচ্চশিক্ষার পীঠস্থান ঐতিহ্যবাহী গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট হ্যাক হয়েছে। রবিবার সকালে কোনও দুষ্টচক্র ওয়েবসাইটটি হ্যাক করেছে বলে খবরে প্রকাশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শাখার ছাত্রছাত্রী এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বহু কলেজের ছাত্রছাত্রীরা আজ সকালে শিক্ষা বিষয়ক কোনও তথ্য জানতে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট খুলেছিলেন। কিন্তু ওয়েবসাইট খোলার পর উপলব্ধ হয় জাপানি পর্ণগ্রাফির একটি ওয়েবসাইট। তা দেখে তাঁদের চোখ ছানাবড়া হওয়ার উপক্রম।

ঘটনা সম্পর্কে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনও স্পষ্টীকরণ পাওয়া যায়নি। তবে ওয়েবসাইটকে মেরমত করার কাজ চলছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, গত বছর গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো ওয়েবসাইটটি নবরূপে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। এর পর একে অতি উচ্চমান এবং সুরক্ষিত বলে দাবি করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

কিন্তু আজকের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটটি এখনও সাধারণ শ্রেণির হ্যাকারের কাছে তুচ্ছ বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে ঘটনার সঙ্গে জড়িত দোষীদের শীঘ্র শনাক্ত করে সাইবার ক্রাইম আইনের বলে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ।

রবিবার জিবি হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ছবি- নিজস্ব।

কাছাড়ের পুঠিখালকে সুরামুক্ত করতে ঘরে ঘরে গ্রামোন্নয়ন সমিতির অভিযান

কাবুগঞ্জ (অসম), ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলার ধলাই বিধানসভা এলাকার পুঠিখাল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নেশা কারবারি ও মাতালদের দৌরাত্ম্য দিন দিন বেড়ে চলায় উদ্বিগ্ন নাগরিক সমাজ। পরিস্থিতি বেহাল হচ্ছে দেখে একই পঞ্চায়েত এলাকার যোগিয়াবস্তি গ্রামোন্নয়ন সংস্থার পদাধিকারীরা নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি শ্যামসুন্দর চৌহানকে সঙ্গে নিয়ে অবৈধ মদ বিক্রেতাদের ঘরে অভিযান চালান।

রবিবার সকাল আটটা থেকে সংগঠিত এই অভিযানে শামিল হন যোগিয়াবস্তি গ্রামোন্নয়ন সংস্থার সভাপতি দীপক গোয়ালা, পুঠিখালের নির্বাচিত জিপি সভাপতি শ্যামসুন্দর চৌহান-সহ ৯ ও ১০ নম্বর গ্রুপের নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যবৃন্দ, ভজনলাল চৌহান, বাবুল চৌহান-সহ প্রায় ৩০ জনের একটি দল। তারা প্রতিটি অবৈধ মদ বিক্রেতার ঘরে গিয়ে মদ বিক্রয় ও মদ্যপান থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ জানান। এদিন তারা প্রায় ১৫টি অবৈধ মদের ডেরায় হানা দেন ও মদের অপকারিতা নিয়ে কথা বলে অবৈধ মদ বিক্রয় বন্ধ করার আহ্বান জানান। তাঁরা জানিয়ে দেন, যদি কেউ মদ বিক্রয় বন্ধ না করেন তা-হলে পঞ্চায়েত সভাপতি এবং এলাকার সুশীল সমাজের সহযোগিতায় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

তাঁরা অবৈধ মদ কারবারিদের আরও জানান, আজকের এই অভিযান প্রথমবারের মতো সংগঠিত হয়েছে। তাই তাঁরা কোনও উচ্চবাচ্য করেননি। তবে তাঁদের এই অভিযান একমাস ব্যাপী চলবে। এতে যদি কেউ মদ বিক্রয় বন্ধ না করেন তা হলে পরিণাম ভয়ংকর হতে পারে বলেও হুঁশিয়ারি দেন। পরবর্তীতে মহিলারাও এর প্রতিবাদে শামিল হবেন বলে জানান এলাকাবাসী।

রাস্তা দখল করে কেনাবেচা, জনমানসে ব্যাপক ক্ষোভ, রাস্তা মুক্ত করতে পথে নামলেন উপপুরপ্রধান

বাঁকুড়া, ১ ডিসেম্বর (হি. স) : বাঁকুড়া শহরের প্রধান রাস্তার দু"ধারে একশ্রেণীর ব্যবসায়ী রাস্তা জুড়ে তাদের দোকানের পসরা সাজিয়ে রাখেন।যার ফলে রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।তার উপর একশ্রেনীর হকার রাস্তায় ছাতা লাগিয়ে, খাট পেতে কেনাবেচা শুরু করেছে। রবিবার সাপ্তাহিক দোকান বন্ধের দিন এই সব হকারদের রমরমা।লালবাজার, বড়বাজার সুভাষ রোড, মাচানতলা জুড়ে এদের দাপটে রাস্তায় চলা দায়। এ নিয়ে জনমানসে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।এমনকি আশঙ্কাজনক রোগী বহনকারী গাড়িকে ও রাস্তায় আটকে পড়ে।

অবস্থা দেখে রবিবার সকালে উপপুরপ্রধান দিলীপ আগরওয়াল স্বয়ং রাস্তায় নেমে হকারদের হটিয়ে দেন। পথে নেমে রানীগঞ্জ মোড়ে দেখেন রাস্তা জুড়ে কাঁচা সালপাতার বাণ্ডিল, ঝুড়ি নামানো।একটু এগিয়ে সুভাষ রোডে গিয়ে দেখেন রাস্তায় কেউ ছাতা লাগিয়ে জামা কাপড় বেচছেন, কেউ রাস্তায় খাট পেতে জুতো, কাপড় বিক্রি করছেন। রাস্তার দু"পাশে এভাবে কেনাবেচা চলায় সাধারণ মানুষের যাতায়াত করতে সমস্যা হচ্ছে। দিলীপবাবু জানান ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে রাস্তা দখল করে ব্যবসা করার জন্য। রোগীকেও আটকে থাকতে হয়েছে যা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি।তাই আজ পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে রাস্তা দখল হটিয়ে দেওয়া হয়েছে। উপপুরপ্রধান এর এই উদ্যোগকে সাধারণ মানুষ সাধুবাদ জানালেও তারা প্রশ্ন তুলেছেন এ ভাবে কি রাস্তা দখল আটক করা যাবে? কেন না বেশ কিছু ব্যবসায়ী যে ভাবে বেপরোয়া হয়ে রাস্তায় মালপত্র নামিয়ে রাখেন তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে পারেনি পুরসভা বা জেলা প্রশাসন।যার জন্য মাঝে মধ্যে অভিযান চলে, কিছুক্ষণের জন্য রাস্তা পরিষ্কার থাকে, তারপর সেই দখল অবস্থা ফিরে আসে।

প্রকাশ্যে এল প্রসেনজিৎ-জয়ার 'রবিবার'-র ঝলক

কলকাতা,১ ডিসেম্বর (হি.স.): রবিবার মানেই ছুটি ছুটি ভাব ঊ সমস্ত কাজ সপ্তাহের অন্যদিনের জন্য তুলে রেখে শুধু আড্ডার দিন ঊ অনেকের কাছে রবিবার দিনটা আনন্দের অনেকরে আবার এই দিনটাই ঘৃণার ঊ এরকমই আনন্দ ঘৃনা মেলানো 'রবিবার'-এ জুটি বাঁধলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও জয়া আহসান ঊ কারন অতনু ঘোষের পরিচালনায় নতুন ছবি 'রবিবার'-এ এই প্রথম একই ফ্রেমে দেখা যাবে প্রসেনজিৎ-জয়াকেঊ আজ রবিবার মুক্তি পেল পরিচালক অতনুর নতুন ছবি 'রবিবার'-এর ট্রেলার ঊ

নস্টালজিয়ার গল্প বলবে পরিচালক অতনুর নতুন ছবি 'রবিবার'।সবাই 'রবিবার' দিনটির জন্যই সারা সপ্তাহ ধরে অপেক্ষা করেন ঊ কারন চাকুরিজীবি মানুষদের কাছে এই দিনটিই অবসরের ঊ কিন্তু সেদিনই যদি কোন এক অতীতের ফেলে আসা রবিবার ঘটনা সামনে আসেঊতাহলে দিনটা কি আনন্দের থাকবে নাকি কষ্টের ঊ সেই সঙ্গে যদি বিভিন্ন সম্পর্কের টানা পোরন উঠে আসে ঊ হতে পারে সেটা নতুন সম্পর্ক কিংবা পুরনো তাহলে কি হবে ঊসেই গল্পই বলবে পরিচালক অতনুর নতুন ছবিঊআগামী ২৭ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে 'রবিবার'।

রাম মন্দির গড়ে কথা রাখবে বিজেপি, দাবি রাজনাথের

বোকারো (ঝাড়খন্ড), ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ করে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে বিজেপি বলে জানিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

রবিবার ঝাড়খন্ডের বোকারোতে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, রামলালার জন্মস্থানে গগনচুম্বী রাম মন্দির নির্মাণ করা হবে। এদিন নাম না করে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে কটাক্ষ করে তিনি জানিয়েছেন, রাম মন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি বহু নির্বাচনে দলীয় ইস্তেহারে রাখায় অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি ব্যঙ্গ করত। কিন্তু এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। প্রসঙ্গত, অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণে ইতিমধ্যেই সায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

এনআরসি যে গোটা ভারতে কার্যকর করা হবে, তা মনে করিয়ে দিয়ে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, গোটা দেশজুড়ে এনআরসি কার্যকর করা হবে। অনুপ্রবেশকারি কারা, তা জানার অধিকার রয়েছে দেশবাসীর। এনআরসির পদক্ষেপ যে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত নয়।

ঝাড়খন্ডে বিজেপির ফের ক্ষমতায় আসার ব্যাপারে আশাপ্রকাশ করে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, প্রথম দফার ভোটগ্রহণ থেকেই স্পষ্ট রাজ্যে ফের ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি। উল্লেখ করা যেতে পারে প্রথম দফায় ৬৪.১২ শতাংশ ভোট পড়েছে।

এনআরসি নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণ অধীরের

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : "এনআরসি এনআরসি এনআরসি করে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে যে, ভারতের আসল নাগরিকরাও ভাবছেন, 'আমাদের' কী হবে!" রবিবার জাতীয় নাগরিক পঞ্জিকরণ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এভাবেই আক্রমণ শানালেন লোকসভার কংগ্রেস দলনেতা তথা বহরমপুরের সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী বলেন, "সাধারণ মানুষ অত কাগজপত্র নিয়ে ভাবেন না। তাঁরা ভাবছেন, আমরা ভোট দিই, আর আমাদেরই বের করে দেবে! সাধারণ গরিব, পিছিয়ে পড়া মানুষদের কাছে নথিপত্র থাকে?" পাঁচ বারের বহরমপুরের সাংসদ এও বলেন, "সাধারণ মানুষ সকালে ঘুম থেকে উঠে চিন্তা করেন রাতে কী খাবেন। কালকের খাবারটা কী ভাবে জোগাড় হবে। তাঁদের কাছে নাগরিকত্বের কাগজ নিয়ে ভাবার সময় আছে?"

প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এও বলেন, "দেখাতে চাইছে মুসলমানদের তাড়াবে। কিন্তু মুসলমানরা যদি ভারতের নাগরিক হন, তাহলে তাঁরা কেন যাবেন? হিন্দুস্থান সবার জন্য। কিন্তু ওরা দেখাতে চাইছে, এখানে হিন্দুরা থাকবে মুসলমানরা নয়। হিন্দুস্থান কারও জাগির আছে নাকি? এখানে সবার অধিকার সমান।"

এদিন তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেই অনুপ্রবেশকারী বলে উল্লেখ করে বলেন "নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ নিজেরাই অনুপ্রবেশকারী। বাড়ি গুজরাতে। এসে পড়েছেন দিল্লিতে।"

মধ্যপ্রদেশে গাড়ির সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত তিন

মন্দসৌর, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিয়েবাড়ির থেকে ফেরার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় নিহত তিন। রবিবার সকালে মধ্যপ্রদেশের মন্দসৌরের সুভাসরায় গাড়ি সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে গাড়িটির একেবারে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে।

এদিন সকালে দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা ওই তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

কি কারণে দুর্ঘটনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার পথে গাড়িটি বেপরোয়া গতিতে চলছিল। পাশাপাশি কুয়াশা থাকার কারণে কম দৃশ্যমানতার জন্য দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতদেহের শনাক্ত করা হয়নি। ময়নাতদন্তের জন্য দেহগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রোগীদের খাবার বিক্রি করার অভিযোগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিরুদ্ধে

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি.স.):ফের আঙ্গুল উঠলো কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিরুদ্ধে ঊ এবার রোগীদের কাছে খাবার বিক্রি করার অভিযোগ উঠলো মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কিচেন কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধেঊটাকা দিলেই মিলছে খাবার ঊ ভিডিও করে অভিযোগ করেছেন রোগীর আত্মীয়রাঊ রোগীর আত্মীয়দের অভিযোগ করা হয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরেই রোগীকে দেওয়া খাবারের পরিমাণ বেশ কমঊ ওয়ার্ডের বাইরে হাসপাতাল চত্বরে অন্য আরেকটি দৃশ্যে সন্দেহ বাড়তে থাকেঊ দেখা যায়, প্যাকেটবন্দি খাবার হাতে রোগীর আত্মীয়দের কাছে তা বিক্রি করার চেষ্টা করছেন কিছু লোক ঊ দামও বাইরের তুলনায় কম। অর্থাৎ মাত্র ২০ বা ১০ টাকায় ভাত, ডাল, তরকারি, ডিম বা মাংস কখনও ৫০ টাকায় সারাদিনের খাবার দেওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হচ্ছে ঊ এই বিষয়টি কিছুদিন খেয়াল করার পর এক রোগীর আত্মীয় বিষয়টি মোবাইলে রেকর্ড করে রাখেনঊ এরপরই জানাজানি হয় বিষয়টি। রোগীর আত্মীয়দের তরফে আরও অভিযোগ, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রান্নাঘর থেকেই নাকি খাবার বাইরে বিক্রি করা হচ্ছেঊ

এই বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে বলা হয় এই মর্মে যদি কোনও রোগীর পরিবারের তরফে যদি লিখিত অভিযোগ করা হয় তবে এই বিষয়ে কড়া ব্যবস্থা নেবে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

আগামীকাল স্কুল গুলোর সঙ্গে শিক্ষা দফতরের বৈঠক

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি.স): বায়ু দুষণ রুখতে আগামীকাল স্কুল গুলোর সঙ্গে শিক্ষা দফতরের বৈঠক। যেকোনও স্কুল শুরুর সময় ও ছুটির সময় স্কুলের চারপাশে কিছুক্ষণের জন্য তৈরি হয় যানজট। আর এই যানজটকে বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই যানজট এড়ানোর সূত্র খুঁজতে কলকাতার ১৮/২০ টি রাস্তার ধারের স্কুল চিহ্নিত করে তাদের সঙ্গে বৈঠক করতে চলেছে স্কুল শিক্ষা
দফতর ।

ইতিমধ্যেই সেই স্কুলগুলিকে স্কুল শিক্ষা দফতরের কমিশনার চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন। নির্দেশ দিয়েছেন, স্থানীয় পুলিশ স্টেশনের সঙ্গে আলোচনা করে যানজট এড়ানোর একটি পরিকল্পনা করতে। জানা গেছে, আগামীকাল স্কুল শিক্ষা দফতরের কমিশনারের নেতৃত্বে বৈঠক হবে এই পরিকল্পনা নিয়ে।

কলকাতার দূষণ সূচক মাত্রা ছাড়িয়েছে রাজধানী দিল্লির । এই নিয়ে সম্প্রতি জাতীয় পরিবেশ আদালতের তরফে বেশ কয়েক দফা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কলকাতা ও হাওড়ার বায়ুদূষণ কমাতে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা হলফনামা দিয়ে মুখ্যসচিবকে জানাতেও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এই সপ্তাহেই সেই হলফনামা পেশ করার কথা। সেই প্রেক্ষিতেই শুক্রবার নবান্নে মুখ্যসচিব বৈঠক করেন। মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে হওয়া সেই বৈঠকে কলকাতার বায়ুদূষণের কারণ হিসেবে অনেকগুলো বিষয় চিহ্নিত করা হয়। তাঁর মধ্যে অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, স্কুলের চারপাশের যানজট।

জানা গেছে, সেই কারণটি অর্থাৎ স্কুলের চারপাশে তৈরি হওয়া যানজট নিয়ন্ত্রণের জন্য মুখ্যসচিব একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছেন। এই কমিটির কো-অর্ডিনেটর হল স্কুল শিক্ষা দফতর। অর্থাৎ এই কমিটি পরিচালনা করবে স্কুল শিক্ষা দফতর। পাশাপাশি কলকাতা পুলিশ, কলকাতা পুরসভা, পরিবহন দফতর এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রতিনিধিরাও রয়েছেন এই কমিটিতে।

স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যেই এই কমিটি কলকাতার ১৮/২০টি স্কুলকে চিহ্নিত করেছে, যাদের চারপাশে যানজটের মাত্রা অনেক বেশি থাকে। চিহ্নিত হওয়া স্কুলগুলি তালিকায় রয়েছে লা মার্টিনিয়ার, শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুলের মতো কলকাতার একাধিক নামী স্কুল। এই স্কুলগুলোর বাইরে যানজট কী করে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা নিয়ে ইতিমধ্যেই স্কুলগুলোর সঙ্গে বৈঠক করেছেন স্কুল শিক্ষা দফতরের কমিশনার।

তারপরে তিনি স্কুলগুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন, স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করে একটা ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টের খসড়া প্রস্তাব তৈরি করতে।

সেই প্রস্তাবগুলো নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনার জন্য আগামীকাল সোমবার আবার বৈঠক হবে স্কুল শিক্ষা দফতরের সঙ্গে স্কুল গুলোর।

স্কুল শিক্ষা দফতরের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক এই বিষয়ে বলেন, 'মুখ্যসচিব এটা নিয়ে বৈঠক করেছিলেন। সেই বৈঠক করার পর তিনি স্কুল শিক্ষা দফতর , কলকাতা পুলিশ, কলকাতা পুরসভা, পরিবহন দফতর এবং পলিউশন কন্টোল বোর্ড নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করে দেন। সেই কমিটি স্কুল শিক্ষা দফতর কো-অর্ডিনেট করবে। তারা কলকাতায় যে স্কুলগুলোর সামনে যানজট হয়, সেই যানজট এড়ানোর জন্য রিপোর্ট জমা করবে। সেই প্রেক্ষিতে কমিশনার বৈঠক ডেকেছিলেন কলকাতার সেইসব স্কুলগুলোর সঙ্গে যাদের যানজটের সমস্যাগুলো আছে। তাঁদেরকে তিন রকম ভাগে পরামর্শ দেওয়া হয়। এক, যদি স্কুল নিজেদের বাস অ্যারেঞ্জ না করতে পারে তাহলে অন্ততপক্ষে পুলকারের ব্যবস্থা করা বা একটা জায়গায় পার্কিং করে বাচ্চাদের লাইন দিয়ে নিয়ে যাওয়া। দুই, শ্রেণি অনুযায়ী টাইমগুলোকে ভাগ করা যায় কি না। যেমন, প্রথমে স্কুল বাস এল, তারপরে পুলকার, তারপরে প্রাইভেট গাড়ি। এই ধরনের পরামর্শ দিয়ে স্কুলগুলো কে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনের সঙ্গে আলোচনা করে একটা ট্র্যাফিক প্ল্যান করতে বলা হয়েছে।'

শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা পাপিয়া নাগ বলেন, 'শিক্ষা দফতর আমাদের ডেকেছে। কাল বৈঠক আছে। বলা হয়েছে, যে সমস্ত যানবাহন স্কুলের প্রয়োজন ব্যবহৃত হয় তার থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে যে বায়ুদূষণ হচ্ছে সেই সম্বন্ধে আপনাদের স্কুলের অভিজ্ঞতা বলুন বা বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য আপনারা কী চিন্তাভাবনা করছেন বলুন। যেমন, আপনার স্কুল ও তার পার্শবর্তী এলাকায় ট্রাফিকের সঙ্গে কী করে যোগাযোগ করেন, গাড়িগুলো যাতে ঠিকঠাক যাতে পার্কিং করা হয়, বাতাসের গুনমান যাতে ভালো করা যায়। এখনও বৈঠক হয়নি। আমরা কিছু প্রস্তাব ইতিমধ্যেই পাঠিয়েছি। আগামীকাল কমিশনারের ডাকা বৈঠকটাতেও অংশগ্রহণ করব।'

১ ডিসেম্বর নাগাল্যান্ডের ৫৭-তম প্রতিষ্ঠা দিবস, রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর

কোহিমা, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগাল্যান্ডের ৫৭-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও রাজ্যের জনসাধারণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এদিকে আজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে নানা আয়োজন করা হয়েছে। গান-বাজনা, পুলিশ প্যারেড ইত্যাদির মাধ্যমে নানা জমকালো অনুষ্ঠান চলছে রাজ্যের রাজধানী কোহিমা, ডিমাপুর খিপ্রে, মন,মককচং প্রভৃতি অঞ্চলে।।

টুইটে ৫৭-তম প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি কোবিন্দ নাগাল্যান্ডের সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যত কামনা করে রাজ্যের কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর টুইটারে লিখেছেন, "প্রতিষ্ঠা দিবসে নগাল্যান্ডের ভাই-বোনদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। নাগাল্যান্ডের পরিচয় তার মহান সংস্কৃতি। নাগাল্যান্ডের জনসাধারণ অনুভূতিশীল এবং সাহসী।"অন্যদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও নাগাল্যান্ডের প্রতিষ্ঠা দিবসে রাজ্যের জনসাধারণের প্রতি তাঁরা শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, বিগত সময় বহু পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে বিশ্ব। পরিবর্তন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে, সঙ্গে সুযোগেরও সৃষ্টি করে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। ভারতের মধ্যে নাগাল্যান্ডকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ। রিও আরও বলেন, "রাজ্যের জন্মলগ্ন থেকে আমরা গৌরবময় ও বিস্ময়কর যাত্রার সাক্ষী। আশা করি আমরা শক্তিশালী থেকে আরও অধিক শক্তিশালী হওয়ার যাত্রা অব্যাহত রাখব।" উল্লেখ্য, ১৯৬৩ সালের ১ ডিসেম্বর ভারতের ১৬ তম রাজ্য হিসেব জন্ম হয়েছিল নাগাল্যান্ডের।

সোমবার রাজ্যের সমস্ত পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি.স): পুলিশ প্রশাসনকে আরও সক্রিয় করতে আগামীকাল সোমবার রাজ্যের সমস্ত পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা গেছে, নবান্নের ১৪ তলার কনফারেন্স রুম থেকে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক সেরে নেবেন মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর এই বৈঠক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার এবং আইন- শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে বেশ কয়েকবার অভিযোগ তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবিষয়ে পুলিশ প্রশাসনকেও সতর্ক করেছেন তিনি। বেশ কয়েকবার নিজে বৈঠক করে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন। এদিকে, পুলিশ প্রশাসনের সার্বিক তৎপরতায় নির্বিঘ্নে পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুজো সম্পন্ন হয়েছে বলে সন্তোষও প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানা গেছে, ডিসেম্বর - জানুয়ারি এই উৎসবের মাসেও রাজ্যের আইন- শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে স্বাভাবিক থাকে তার জন্য বৈঠক সেরে নিতে চলেছেন তিনি।

ছয়ের পাতায়

শিগগির বকেয়া মেটানোর দাবি পাথারকান্দির এনআরসি নাইট গার্ডদের

পাথারকান্দি (অসম), ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : যত শিগগির সম্ভব বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার দাবি করেছেন করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি রাজস্ব সার্কলের অন্তর্গত ১৭টি এনআরসি সেবা কেন্দ্রের ১৭ জন নাইট গার্ড।

তাঁদের দাবির পরিপ্রিক্ষেতি এনআরসি সেবা কেন্দ্রের নাইট গার্ড নিরঞ্জন দাস ও নইমউদ্দিন চৌধুরী বলেন, গত ২০১৫ সালের ২৭ মার্চ থেকে পাথারকান্দি সার্কলের ১৭টি এনআরসি সেবা কেন্দ্রে তাঁরা নাইট গার্ড হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিলেন। যাথারীতি গত বছর ২০১৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত তাঁরা বেতন পাচ্ছিলেন। কিন্তু আচমকা জুলাই মাস (২০১৮) থেকে তাদের বেতন বন্ধ হয়ে গেছে। বেতন না পাওয়ায় তারা নিজেদের পরিবার প্রতিপালনে হিমশিম খাচ্ছেন।

তাঁরা জানান, শনিবার করিমগঞ্জের জেলাশাসক আনবামুথান এমপির উদ্দেশে লেখা একটি স্মারকপত্র অতিরিক্ত জেলাশাসক রঞ্জিতকুমার লস্করের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাঁদের বকেয়া শিগগির মিটিয়ে দেওয়ার দাবি সংবলিত স্মারকপত্রে অন্যান্যদর সঙ্গে তাঁরা দুজন (নিরঞ্জন দাস ও নইমউদ্দিন চৌধুরী), কুলীন্দ্র দাস, বিশু রায়, ময়নুল ইসলাম, সবুর আহমেদ, রাজু ধর, আব্দুল জব্বার প্রমুখ স্বাক্ষর করেছেন।

পশ্চিম মেদিনীপুরে বাড়ছে এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা, দাবি জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিকের

মেদিনীপুর, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিশ্ব এইডস দিবসে যতই প্রচার সচেতনতা করা হোক না কেনও। রাজ্যের এইচআইভি আক্রান্তরা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে । কর্মসূত্রে বাইরে গিয়ে ফিরে আসা লোকজনই বেশি আক্রান্ত হয়ে ছড়াচ্ছেন নিজের গ্রাম ও শহরে । এই চিত্র সব থেকে বেশি ধরা পড়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরে ।

পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ গিরিশচন্দ্র বেরা জানিয়েছেন, জেলাতে ২০১৮ তে যেখানে এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৬৫২ জন। চলতি বছরে সেই সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫০৩ জন । আরও নিখুঁত পরীক্ষা করতে রবিবার থেকে জেলাতে শুরু হল আইসিটিসি(ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিলিং টেস্টিং সেন্টার)। বাসস্ট্যান্ড,রেল ষ্টেশন এই সমস্ত স্থানেই এই ক্যাম্প করে সাধারণদের বিনামূল্যে রক্ত পরীক্ষা করে এইচাইভি সংক্রামিত কিনা দেখা হবে । জেলার স্বাস্থ্য দফতর থেকে এই আয়োজন করা হয়েছে।

১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে গোটা জেলায়। মূলত সচেতনতা বৃদ্ধি করাই এই দিবসের লক্ষ্য। পশ্চিম মেদিনীপুরে জেলা স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে এদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ এইডস নিয়ে সচেতনতা প্রচারে শোভাযাত্রা বের হয় । মেদিনীপুর শহরের জেলা পরিষদ থেকে স্বাস্থ্য দফতরের কর্মী ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই শোভাযাত্রা বের করা হয় । পরে শহরের বিদ্যাসাগর হলে একটি সচেতক সেমিনারের আয়োজন করা হয় । দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমাতে এইআইভি পজেটিভ এর সংখ্যা সব থেকে বেশি । ঘাটাল দাসপুরের লোকজন কর্মসূত্রে বহিঃরাজ্যে বেশির ভাগ সময় থাকেন । বাইরে থেকে সেই মারণ ভাইরাস ছাড়াচ্ছে বিভিন্ন ভাবে । বাড়ছে অন্যান্য স্থানগুলিতেও । ২০১৮ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত পশ্চিম মেদিনীপুরে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ৬৫২ জন । এবার সেখানে ১৫০৩ জন । যার মধ্যে রয়েছে যুবকযুবতী থেকে প্রসূতি অনেকেই । স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ গিরিশচন্দ্র বেরা বলেন, বেশি করে সচেতন করা হয়েছিল বলেই এত বেশি পরিমাণ শনাক্ত হওয়ার কারণ। পরীক্ষার পরিসর বাড়ানো হয়েছে । এবারও জেলাজুড়ে স্টেশন, বাসস্ট্যানড ১৩ টি আইসিটিসি করা হচ্ছে । সেখানে বিনামূল্যে জনসাধারণের পরীক্ষা করা হবে । শনাক্ত হলে গোপনে কাউন্সিলিং করা হবে ।

হিন্দমোটরের যুবকের

আটের পাতার পর

চেন্নাই পুলিশ তার বাড়িতে ফোন করে জানায় তার মৃতদেহ একটি হোটেলের বাথরুমে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

চাকরি পেয়ে দুই বছর আগে চেন্নাইতে গিয়েছিল সে। সেখানে সে অ্যামাজন নামে এক বেসরকারি সংস্থার উচ্চ পদে কাজ করত। গত ১৬ ই নভেম্বর হিন্দমোটরের বাড়িতে তার মা ও বাবার সঙ্গে দেখা করে যায় ভিক্টর। ২৪শে নভেম্বর আবার ভিক্টর চেন্নাই ফিরে যায়।

চেন্নাইয়ে ক্রন্দন চাউরির ১২ নম্বর রাজপাল নগর থাকতো সে। পরিবার সূত্রে খবর প্রতি দিনের মতো গত শুক্রবার ভিক্টর তার মায়ের সঙ্গে শেষ কথা বলে, এরপর শনিবারও বহু চেষ্টা করেও যোগাযোগ করতে পারা যায়নি ভিক্টরের সঙ্গে। অবশেষে শনিবার রাত ৭টা ৪০ মিনিট নাগাদ চেন্নাই পুলিশ তার বাড়িতে ফোন করে জানায় তার মৃতদেহ একটি হোটেলের বাথরুমে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে।পুলিশ তদন্তে নেমে হেটেলের সিসিটিভি ফুটেজে সেই সময়ের এক বন্ধুর ছবি দেখতে পায়। তবে মা-বাবার একমাত্র সন্তান ভিক্টরের মৃত্যুর খবর পেয়ে ভেঙে পরে বাবা ভাস্কর রায় ও মা শীলা রায়। এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। অবশেষে রবিবার সকালে ভিক্টরকে আনতে চেন্নাই রওনা দেন তার আত্মীয় স্বজন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

সেইক্ষেত্রে প্রয়োজনে বোর্ড বসিয়ে যদি সমাধানের পথ খুঁজে না পাওয়া যায় তবেই রেফারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার জি ডি পি হার তখই বৃদ্ধি পাবে যখন পর্যটন, পরিকাঠামো, রাস্তাঘাট উন্নয়ন হবে। রাজ্যে যখন বেসরকারী হাসপাতাল গড়ে তুলতে বেসরকারী পুঁজিপতিরা লগ্নি করতে এগিয়ে আসবে তখন রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারও বাড়বে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। চিকিৎসকরা হাসপাতালগুলির উন্নয়নের পাশাপাশি ত্রিপুরার উন্নয়ন, এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রহিতে কাজ করবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, মানবজাতি চিকিৎসকদের ভগবান হিসেবে সম্মান করেন। সমাজের জন্য কাজ করা, নতুন দিশায় সমাজকে নিয়ে যাওয়া এবং কঠিন পরিস্থিতিতে মানুষকে সাহায্য করার শক্তি চিকিৎসকদের রয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের কাছে রাজ্যের মানুষের প্রচুর প্রত্যাশা রয়েছে। এই সরকারও মানুষের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে কাজ করছে। রাজ্যকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নুতন আঙ্গিকে তুলে ধরার প্রয়াস করছে রাজ্য সরকার। স্বাস্থ্য পরিষেবায় গরিবদের সুবিধার্থে রাজ্য সরকার আয়ুমান ত্রিপুরা প্রকল্প চালু করেছে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, ডা. দিলীপ কুমার দাস, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব দেবাশিষ বসু, হেলথ সার্ভিসেস দপ্তরের অধিকর্তা ডা. সুভাশিষ দেববর্মা, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. রজত দেববর্মা। আগরতলা সরকারী মেডিক্যাল কলেজর প্রিন্সিপল অধ্যাপক ডা. কে কে কুণ্ডু উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অল ত্রিপুরা গভর্মেন্ট ডা. অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ডা. রাজেশ চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন ডা. রঞ্জিত কুমার দাস। অনুষ্ঠানে ডা. বিবেকানন্দ রায়কে আজীবন সম্মাননায় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও চিকিৎসকরা যারা পেশাগত ক্ষেত্রে অসামান্য কাজ করেছেন এবং মেডিক্যাল কোর্সে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মুখ্যমী সহ অতিথিগণ সংবর্ধনাস্বরূপ মারক তাদের হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীত্রাণ তহবিলের জন্য অল ত্রিপুরা গভর্মেন্ট ডা. এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এক লক্ষ টাকার চেক মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বিরল

● প্রথম পাতার পর

গ্রামে এই খবর ছড়িয়ে দেন। দাবানলের মতো খবরটি গোটা কুর্তিতে ছড়িয়ে পড়ে। বিড়ালের বাচ্চাগুলো দেখতে কাতারে কাতারে মানুষ ছুটতে থাকেন। কেউ কেউ বিরল প্রজাতির জংলি বিড়াল ছানা বলে মনে করলেও বেশিরভাগ নাগরিক এগুলো বাঘের বাচ্চা বলে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেন।

খবর পৌঁছে স্থানীয় বন দফতরে। খবর পেয়ে ছুটে আসেন চোরাইবাড়ি ফরেস্ট বিট অফিসার অমিয় সূত্রধর, পানিসাগর ফরেস্ট প্রোটেকশন ইউনিটের ইনচার্জ ফামকিমা ডার্লং-সহ অন্যরা। তাঁরা এসে এগুলোকে বাঘের বাচ্চা নয় বলে অভয় দেন স্থানীয়দের। এর পর ঘটনাস্থল থেকে চারটি বিরল প্রজাতির বিড়াল ছানাকে উদ্ধার করে তাঁরা পানিসাগরে বন বিভাগের সদর দফতরে নিয়ে যান। বর্তমানে বিড়াল ছানাগুলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে বলে বন দফতর সুত্রে জানা গেছে।

এদিকে পানিসাগর ফরেস্ট প্রটেকশন ইউনিটের ইনচার্জ ফামকিমা ডার্লং জানান, বিরল প্রজাতির বিড়ালের ছানাগুলোকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছেন তাঁরা। মূলত এগুলো জংলি বিড়াল। সচরাচর এগুলো জনপদে আসে না। তাই একটু ভিন্ন প্রজাতির দেখে স্থানীয়রা বিড়ালের ছানাগুলোকে বাঘের বাচ্চা বলে ধারণা করেছিলেন। আগামীকাল সোমবার এগুলোকে ফের পরীক্ষা করে পানিসাগরের রৌয়া বন্যপ্রাণী সংরক্ষিত এলাকায় ছেড়ে দেওয়া হবে।

উড়ালপুল

আটের পাতার পর

সেই তথ্য বিশ্লেষন করা হবে । সেই সব তথ্যই বলে দেবে ব্রিজের স্বাস্থ্যের প্রকৃত চিত্র কি। ব্রিজের একটি দিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে মোট সময় লাগবে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা। তাই উড়ালপুল এর একটা দিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর সেই ব্যক্তি যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া সম্ভব হবে। তারপর অপরদিকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শুরু হবে। সেই মোতাবেক সকাল বেলা বাইপাসের দিক থেকে লেকটাউন বা বিমানবন্দরের দিকে যাওয়ার যে অংশ সেই বিক্রি বন্ধ রেখে উল্টোডাঙা উড়ালপুল এর স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি বিমান বন্দর বা লেকটাউনের দিক থেকে আসার জন্য উড়ালপুলের যে অংশ সেই দিকটি সকাল থেকেই খোলা রয়েছে। যদিও রবিবার রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা অনেক কম, তবুও সকাল থেকেই যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য সক্রিয় পুলিশ।

২০১৩ সালের ৩ মার্চ গভীর রাতে এই উড়ালপুলের একটি স্ল্যাব ভেঙে পড়ে গিয়েছিল। তখনই বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, উড়ালপুলটির টার্নিং পয়েন্টে ব্যালেন্সের সমস্যা আছে। এরপরই কেএমডিএ কর্তৃপক্ষ উড়ালপুলটির পুরো স্বাস্থ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়। দিল্লির আইটিএল কোটেক্স সংস্থার বিশেষজ্ঞদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় ব্রিজটিতে ত্রুটি ধরা পড়ে। এর জন্য গত ৯ জুলাই থেকে পুজো পর্যন্ত ওই উড়ালপুলে মেরামতির কাজ হয়। পুজোর মুখে গাড়ি চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়। যাতে ভবিষ্যতে কোনও ত্রুটি ধরা না পড়ে তাই ফের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাচ্ছে কেএমডিএ।

মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক

পাচের পাতার পর

নবান্ন সূত্র খবর, আগামীকাল নবান্নের ১৪ তলার কনফারেন্স রুমে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যসচিব রাজীব সিনহা, স্বরাষ্ট্রসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রী নিরাপত্তা উপদেষ্টা সুরজিত কর পুরকায়স্থ, রাজ্য পুলিশের ডিজি বীরেন্দ্র, অতিরিক্ত ডিজি,আইন শৃঙ্খলা, জ্ঞানবন্ত সিং ও কলকাতা পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা। সমস্ত জেলার পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনার, আইজি এবং ডিআইজিদের সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে কথা বলবেন মুখ্যমন্ত্রী।

জগতপ্রকাশ নাড্ডা

তিনের পাতার পর

তুলে ধরে জগতপ্রকাশ নাড্ডা জানিয়েছেন, ১৯৭১ সাল থেকে এক পদ এক পেনশনের দাবি করে আসছিল সেনা জওয়ানরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এসে তা কার্যকর করেছে। ২২ লক্ষ প্রাক্তন জওয়ান এর থেকে উপকৃত হয়েছে। ১.৮৩ লক্ষ বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে সেনাবাহিনীতে।

উপলক্ষ্যে লংমার্চ

তিনের পাতার পর

দিদি-- এই দুইয়ে মিলে গট আপ গেম খেলছেন। তিনি বলেন, এরাজ্যেও কোনও শিল্প নেই, বিকল্প কর্মসংস্থান নেই। তিনি বাঁকুড়া জেলার উদাহরণ দিয়ে বলেন, এখানের কলকারখানা গুলি একে একে বন্ধ হচ্ছে দাদাদের দৌরাত্ম্যে। শুধু শিল্প বলতে অবৈধ কয়লা পাচার এবং বালি মাফিয়াদের দাপট। বাঁকুড়ায় এই দুই অবৈধ কারবার করার ছাড়পত্র দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শালতোড়া, মেজিয়া ও বড়জোড়া এলাকা থেকে রোজ প্রকাশ্যে কয়লা পাচার হচ্ছে তা দেখেও প্রশাসন নীরব।

সুজয় চৌধুরী বলেন, সবথেকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয় দামোদর নদের মত একটি জাতীয় সম্পদকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারছি না বলে। যেভাবে দামোদরের গর্ভ থেকে কয়লা এবং অসংখ্য বালিঘাট তৈরি তৈরি করে বালি তোলা হচ্ছে তাতে অচিরেই দামোদরের মত একটি নদ এই হারিয়ে যাবে।

কারাত

● প্রথম পাতার পর

আশ্রয় নিয়ে সিপিএম দলকে আটকানো যাবে না৷। রাজ্যের জনগণ আগামীদিনে তার জবাব দেবে বলে তিনি দাবি করেন।

মালদায় পাঁচটি নতুন থানা

মালদা, ১ ডিসেম্বর (হি.স): কথা ছিল মালদায় দু'টি পুলিশ জেলা হবে। তা হল না। তার বদলে মালদা পাচ্ছে আরও পাঁচটি নতুন থানা। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল, গাজোল এবং কালিয়াচক থানাগুলিকে ভেঙে গঠিত হবে নতুন থানা গুল।

এরফলে মালদা জেলায় থানার সংখ্যা ১৫ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ২০ টিতে। একই সঙ্গে বাড়বে পুলিশ কর্মী ও অফিসারের সংখ্যাও। এরফলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সুবিধে হবে। মালদা জেলায় ২০১১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ লক্ষ। বর্তমানে জেলার জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৮ লক্ষ। মালদায় পুলিশী ব্যবস্থাকে জোড়দার করতে তৈরি করা হবে পাঁচটি নতুন পুলিশ থানা।

১৯৫০ সালের পর থেকেই মালদা জেলায় বেশীর ভাগ পুরোনো থানাতেই পূর্নগঠন হয়নি। বাড়েনি পুলিশের পরিকাঠামোও। এই অবস্থায় মালদায় নতুন পাঁচটি পুলিশ থানার প্রস্তাব তৈরি করেছে জেলা পুলিশ। মালদার বর্তমান হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় জনসংখ্যা ছয় লক্ষেরও বেশী। দুটি প্রশাসনিক ব্লক বর্তমানে এই থানার অধীনে। নতুন পরিকল্পনায় বর্তমান হরিশ্চন্দ্রপুর থানাকে ভেঙে মোট তিনটি থানার প্রস্তাব করা হয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পাশাপাশি নতুন দুটি থানা হতে পারে ভালুকা এবং তুলসীহাটায়। একইভাবে, বর্তমান কালিয়াচক থানায় জনসংখ্যা রয়েছে সাত লক্ষেরও বেশী। আইন শৃঙ্খার সুবিধার জন্য কালিয়াচক থানাকে ভেঙেও দুটি থানা করা হবে। নতুন থানা হবে সুজাপুরে। মালদহের চাঁচল থানা এলাকায় বর্তমানে জনসংখ্যা চার লক্ষেরও বেশী। এখানেও নতুন একটি থানার প্রস্তাব করা হয়েছে। চাঁচলের পাশাপাশি নতুন আরও একটি থানা হবে মালতিপুরে। অন্যদিকে মালদার গাজোল থানা এলাকায় বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় চার লক্ষ। এখানে ১৫টি পঞ্চায়েত রয়েছে। নতুন প্রস্তাবে গাজোল থানাকে ভেঙে নতুন থানা হবে দেওতলায়।

মালদা জেলার ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। মালদার সঙ্গে রয়েছে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের সীমান্ত। আবার প্রতিবেশী রাজ্য বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের বেশ কিছু এলাকা মালদহ লাগোয়া। মালদহের বিস্তীর্ন এলাকা জুড়ে রয়েছে জলপথ। জাল নোট থেকে মাদকের চোরাকারবার, বেআইনী অস্ত্রের আনাগোনা ছাড়াও সাধারন নানান আইন শৃঙ্খলার সমস্যা রয়েছে মালদহে। জনবিন্যাস অনুযায়ীও মালদহ যথেষ্ট স্পর্শকাতর। মালদহ জেলায় গত কয়েক দশকে পুলিশ কর্মী ও অফিসারের সংখ্যা তেমন বাড়েনি।

পুলিশ সূত্র অনুযায়ী, বর্তমানে মালদহে সাব ইন্সপেক্টর ও অ্যাসিট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টরের অনুমোদিত পদ ২৫০ টি। সেখানে রয়েছেন মাত্র ২০৫ জন। কনেস্টবল এবং মহিলা কনস্টেবলের অনুমোদিত পদ ১০২৪ টি। সেখানে রয়েছেন মাত্র ৭৫০ জন। এছাড়া ১৯ জন ইন্সপের, ৬ জন ডি, এস,পি, ২ জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সহ সবমিলিয়ে পুলিশ কর্মী ও অফিসার সংখ্যা ১৪০০ র কিছু বেশী । জেলা পুলিশে ক্রাইম রেকর্ড ব্রুরোর তথ্য অনুযায়ী, ১৯৫০ সালে যে সময় জেলার পুলিশ পরিকাঠামো তৈরি হয়েছিল সেই সময় বছরে এক হাজারেরও কম মামলা নথিভুক্ত হত। ১৯৮৪ সাল নাগাদ জেলায় বার্ষিক নথিভুক্ত মামলা ছিল প্রায় দুই হাজার। বর্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে বছরে প্রায় দশ হাজার। এই অবস্থায় মালদায় পুলিশ পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এর জেরেই জেলায় থানা বৃদ্ধির বিষয়ে সবুজ সংকেত দিয়েছে রাজ্য সরকার। জেলায় নতুন থানা বৃদ্ধির প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে সাধারণ মানুষ থেকে বনিক মহল। এরফলে আইন শৃঙ্খলা আরও জোড়দার হবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন মালদহ মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সাধারন সম্পাদক জয়ন্ত কুন্ডু।

দূষণমাত্রা হ্রাসের জন্য রাজ্যের পথে আরও ১৫০ টি ই-বাস

কলকাতা,১ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজ্যের দুষণের মাত্রা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে ঊ তাই রাজ্যে দূষণের মাত্র কমাতে নয়া উদ্যোগ নিল পরিবহন দফতর ঊ আগামী বছর অর্থাৎ ২০২০ সালের গোড়া থেকেই পথে নামছে আরও ১৫০ টি ই-বাস ঊ

রাজ্যের দূষণমাত্রা মাত্রা ছাড়া । দূষণের কারণে শ্বাসকষ্ট জনিত নানা ব্যাধি হচ্ছে ঊ বৃদ্ধ থেকে শিশু ক্রমাগত দূষণের শিকার হচ্ছে ঊ তাই পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে ও জনসচেতনতা গড়ে তুলতে ইলেক্ট্রিক বাস চালাতে উদ্যোগী রাজ্য ঊ ইতিমধ্যেই এই ই-বাস পরিষেবা কলকাতা, নিউটাউনে আসানসোল, শিলিগুড়ি, হলদিয়া সহ রাজ্যের আরও বিভিন্ন জায়গায় পরিষেবা দিতে শুরু করেছে ঊ

এই প্রসঙ্গে পরিবহন দফতরের তরফে বলা হয়, 'রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আগামী বছরে আরও ১৫০ টি ই-বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ঊ যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই ই-বাস পরিষেবা শুরু হয়েছে ঊ রাজ্যের দূষণরোধে ই-বাস এবং সিএনজি চালিত বাস প্রয়োজনীয়'।

নারী

● প্রথম পাতার পর

বলেন, গীতার ষার কথা যিনি আত্মস্থ করেছেন ষেই ব্যক্তি ষমস্ত ষমষ্যার ষমাধান করতে পারে। কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি ষাধু-ষন্তদের মহিলাদের ষুরক্ষা নিয়ে বাণী প্রচারের প্রষঙ্গ তুলেছেন।

আগরতলায়

● প্রথম পাতার পর

আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করেছে ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। মিছিলে অংশ নিয়ে সংগঠনের নেত্রী বলেন, শুধু প্রিয়াঙ্কা রেড্ডিকে গণধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনাই নয়, প্রত্যেক দিন কোন কোন স্থানে এধরণের ঘটনা ঘটে চলেছে। এধরণের কার্যকলাপ বন্ধের জন্য জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

আইএনপিটি

● প্রথম পাতার পর

এবং জঙ্গী সংগঠন এটিটিএফের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল তা লঙ্ঘণ করা হবে।

আইএনপিটি নেতারা সিএবির বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। সেই সাথে তারা ৫ ডিসেম্বর রাস্তা এবং রেল লাইন অবরোধ করার ঘোষণা দিয়েছেন।

লাইন

● প্রথম পাতার পর

পাচ্ছে সেখানেই ছুটে গিয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছে। বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে সমাজের সকল অংশের জনগণকে আরও সচেতন হতে হবে। অন্যথায় এই প্রবনতা বন্ধ করা কষ্টকর হয়ে উঠবে।

কোটি টাকার

● প্রথম পাতার পর

এছাড়া, বিএসএফ জওয়ানরা ৪৯ হাজার ৪৪ টাকার বিভিন্ন ধরনের নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে। তবে, বিএসএফ জওয়ানরা কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

টালা ব্রিজ ভাঙার কাজ শুরু হবে ১৫ ডিসেম্বর

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি.স): টালা ব্রিজ ভাঙার কাজ শুরু হবে ১৫ ডিসেম্বর। বিপজ্জনক টালা ব্রিজ ভেঙে ফেলার পক্ষেই মত দিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা। এবার ব্রিজ ভাঙার দিনও ঠিক করে ফেলল পূর্ত দফতর।

ব্রিজ ভাঙার বরাত দেওয়ার জন্য গত ৪ নভেম্বর টেন্ডার ডাকা হয়। সেই টেন্ডারে সাড়া দিয়ে অনেকেই আবেদন করেছিল। তবে ব্রিজ ভাঙার দায়িত্ব কোন কোম্পানিকে দেওয়া হবে তা ঠিক হবে আগামী সপ্তাহে। ব্রিজ ভাঙার অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন কেম্পানিকেই ওই দায়িত্ব দেওয়া হবে। এই কাজ শেষ হলেই ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ব্রিজ ভাঙার কাজ শুরু হয়ে যাবে। পূর্ত দফতর সূত্রে খবর, ব্রিজ ভাঙার জন্য খরচ করা হবে ৫০ কোটি টাকা। পুরো টাকাটাই দেবে রাজ্য সরকার। রেলের কাছ থেকে কোনও টাকা পাওয়া যাবে না। ব্রিজ ভাঙতে সময় লাগবে কমপক্ষে ২ মাস। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি নতুন ব্রিজ তৈরির কাজ শুরু হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই ব্রিজ তৈরির জন্য ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

টালা ব্রিজ নিয়ে ভোগান্তির শিকার হয়েছেন শহরবাসী। পুজোর দিনগুলোতেও মেলেনি রেহাই। তবে পুজো কাটতেই টালা ব্রিজ নিয়ে নবান্নে মুখ্যসচিবের কাছে চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেন ব্রিজ বিশেষজ্ঞ ভি কে রায়না। পঞ্চমীর দিন টালা ব্রিজ পরিদর্শন করেন ভি কে রায়না। সেদিনই তিনি একটি মৌখিক রিপোর্ট দিয়েছিলেন পূর্ত দফতরকে। এরপর পুজো শেষ হতেই তাঁর লিখিত রিপোর্ট জমা পড়ল নবান্নে।

তখনই জানা যায় টালা ব্রিজের বর্তমান অবস্থা। তাতে ব্রিজটিকে বিপজ্জনক বলেই উল্লেখ করা হয় ওই রিপোর্টে। পাশাপাশি ব্রিজটি ভেঙে নতুন করে নির্মাণেরই সুপারিশ করা হয়েছে রিপোর্টে।

টালা ব্রিজ সংস্কারের জন্য মাসদেড়েক ধরেই বাস চলাচল বন্ধ আছে ব্রিজের উপর দিয়ে। তবে যাত্রী-সুবিধায় এতদিন ট্যাক্সি, ক্যাব, ছোট বাস চলত। চালু হয়েছিল অটোর নয়া রুটও। এবার সবই বন্ধ হয়ে যাবে টালা ব্রিজ দিয়ে। পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর, অটো থাকবে। তবে রুট ভেঙে দেওয়া হবে। অর্থাৎ সিঁথি থেকে টালা ব্রিজের আগে পর্যন্ত চলবে একদিকের অটো। আবার শ্যামবাজার থেকে টালা ব্রিজের যে অংশ ভাঙবে তার আগে পর্যন্ত চলবে উলটোদিকের অটো। সেক্ষেত্রে কমিয়ে দেওয়া হবে ভাড়াও। পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর, ছোট গাড়ি চিড়িয়া মোড় এবং চিৎপুর লকগেট দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

টালা ব্রিজে ভারী গাড়ি চলাচল বন্ধের পর বিটি রোড ধরে শহরের দিকে আসা বাসগুলো চিড়িয়ামোড় দিয়ে বাঁদিকে ঘুরে পাইকপাড়া, সেভেন ট্যাঙ্ক বেলগাছিয়া ব্রিজ হয়ে শ্যামবাজারে আসছিল। আবার একইভাবে শ্যামবাজার দিয়ে গিয়ে বেলগাছিয়া ব্রিজ হয়ে একই রুটে চিড়িয়ামোড় দিয়ে বিটি রোডে উঠত। কিন্তু এবার থেকে তা আর হবে না। বেলগাছিয়া ব্রিজের যানজট এবং ভার কমাতে বাস শোভাবাজার দিয়েই সোজা চলে যাবে লকগেট ব্রিজের দিকে। এতে যেমন আরজিকর রোডে যানজট কম হবে। তেমনই ব্রিজের ওপর চাপও কমবে। শুধু সমস্যা হবে শ্যামবাজারের যাত্রীদের সিঁথির মোড়ের দিকে আসতে। দফতরের এক কর্তার কথায়, সমাধান একটা বের করতে হবে। বাসগুলোও ওয়ান ওয়ে করে দিলে যানজট কমবে।

র‍্যাব-র গোপন অভিযানে জেহাদি সংগঠন 'আনসারুল্লাহ বাংলা টিম'-এর চার জঙ্গি ধৃত

ঢাকা, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : জঙ্গিদমন অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল 'র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন' (র‍্যাব)। রাজধানী ঢাকায় এই এলিট বাহিনীর একটি গোপন অভিযানে জালে পড়েছে জেহাদি সংগঠন 'আনসারুল্লাহ বাংলা টিম'-এর চার জঙ্গি। রবিবার র‍্যাব-এর তরফে জানানো হয়েছে, ঢাকার খিলখেত এলাকা থেকে পাকড়াও করা হয় ওই চার জঙ্গিকে। তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু জেহাদি সাহিত্যের বই ও লিফলেট উদ্ধার করা হয়েছে। আপাতত ধৃতদের নাম ও পরিচয় গোপন রাখা হয়েছে। নিরাপত্তা সংস্থাগুলি মনে করছে, রাজধানীর বুকে ফের বড়সড় হামলার ছক কষছিল 'আনসারুল্লাহ বাংলা টিম'-এর ওই দলটি। উল্লেখ্য, রাজধানী ঢাকা খুন হওয়া ব্লগার ও সমকামী আন্দোলনের নেতা জুলহাজ মান্নান ও মাহাবুব রাব্বি তনয় হত্য-সহ একাধিক মুক্তমনা ব্লগারদের হত্যায় জড়িত এই জঙ্গি সংগঠনটি। তবে শেখ হাসিনা মসনদে বসার পর কড়া হতেই সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করে আসছেন। তাঁর নির্দেশেই দেশজুড়ে চলছে তীব্র সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে খতম হয়েছে জেএমবি, নব্য জেএমবি-সহ একাধিক জেহাদি সংগঠনের বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতা।

সংগঠন

● প্রথম পাতার পর

কিছু সংখ্যক লোক কর্মসূচী নিচ্ছে। এই সংখ্যাটা খুবই ন্যায্য। সংগঠনের নেতৃত্বে বলেন, বর্তমান সরকারের উপর তারা আস্তাশীল রয়েছেন। তারা আশার আলো দেখছেন বলে দাবি করেন। সেই প্রতীক্ষাতেই তারা দিনাদিপাত করছেন। সরকার গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ১০৩২৩ জন শিক্ষকের বিষয়টি বিবেচনা করবে বলে আশা ব্যক্ত করা হয়েছে। অল ত্রিপুরা ১০৩২৩ ভিক্টিমাইজ ও শিক্ষক সংগঠন পদের দাবি সনদ সরকারের কাছে তুলে ধরবে বলেও জানানেত্রা হয়।

আধিকারিক

● প্রথম পাতার পর

কিলোমিটার দূরে একটি ব্রিজের নিচে তরুণীর অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। তাঁর গলার হারের লকেট দেখে চিকিৎসকের দেহ শনাক্ত করেন পরিজনেরা।

National Awardee - 2014
Best District in Providing Rehabilitation Service

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস

৩রা ডিসেম্বর, ২০১৯

স্থান ঃ- পাবলিক লাইব্রেরী কমপেক্স, কৈলাশহর, ঊনকুটি, ত্রিপুরা।

অনুষ্ঠান সূচী :

সুসজ্জিত র‍্যালী	সকাল	৮-৩০ মিঃ	স্থান - ঊনকোটি কলাক্ষেত্র হইতে আরকেআই মাঠ প্রাঙ্গণ।
মূল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন	সকাল	৯-৩০ মিঃ	স্থান - পাবলিক লাইব্রেরী কমপ্লেক্স।
সহায়ক সরঞ্জাম বিতরণ	সকাল	১০-৩০ মিঃ	ঐ
স্বাস্থ্য শিবির	সকাল	১০-৩০ মিঃ	ঐ
কুইজ প্রতিযোগিতা	সকাল	১১-০০ মিঃ	ঐ
বসে আঁকো প্রতিযোগিতা	সকাল	১১-৩০ মিঃ	ঐ
ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	সকাল	১১-৩০ মিঃ	স্থান - আরকেআই মাঠ প্রাঙ্গণ।
মধ্যাহ্ন ভোজন	সকাল	১-৩০ মিঃ	ঐ
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	সকাল	২-০০ মিঃ	স্থান - পাবলিক লাইব্রেরী কমপ্লেক্স
পুরস্কার বিতরণ	সকাল	২-৩০ মিঃ	ঐ

উদ্যোক্তা :-
জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র
উত্তর ত্রিপুরা, কৈলাশহর
সহযোগিতায় ঃ- সমাজ কল্যাণ দপ্তর ও সমগ্র শিক্ষা, ত্রিপুরা

জেলার সকল স্তরের প্রতিবন্ধী ভাই-বোন এবং অন্যান্য নাগরিকের উপস্থিতি একান্ত ভাবে কাম্য

ধন্যবাদান্তে
শ্রী রবীন্দ্র রিয়াং
চেয়ারম্যান
(জেলা শাসক, ঊনকোটি)
পরিচালন কমিটি, জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র
উত্তর ত্রিপুরা।

ICA/D-1340/2019-20

অঙ্গন

রবিবার আগরতলার বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগারে ভরোত্তলন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকে বিসিসিআইয়ের সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব গৃহীত

মুম্বই, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : বার্ষিক সাধারণ সভায় বিসিসিআইয়ের সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব গৃহীত। রবিবার গেল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হল বিসিসিআইয়ের ৮৮ তম বার্ষিক সভা ঊ এদিনের বৈঠকে প্রত্যাশিতভাবেই কুলিং অফ পিরিয়ড সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। বোর্ডের সদস্যরা সেই প্রস্তাবে সিলমোহরও দিয়ে দেন। এবার এই প্রস্তাব যাবে সুপ্রিম কোর্টে। শীর্ষ আদালত বোর্ডের প্রস্তাব মেনে নিলে ১১ মাস নয়, ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রশাসনিক ক্ষমতায় থেকে যেতে পারেন সৌরভ। অর্থাৎ সুপ্রিম নির্দেশে কুলিং অফ পিরিয়ডে বড়সড় বদল আসতে পারে বলেই মনে করছে ক্রিকেট মহল।

এদিন মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের সদর দফতরে বৈঠকে বসে কমিটি। উপস্থিত ছিলেন সব সদস্যরা।

সেখানেই নতুন কমিটির সব প্রস্তাব রাখা হয়। সেইসব প্রস্তাবে সম্মতি জানান বোর্ডের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য। এইসব প্রস্তাব পাশ হয়ে যাওয়ার পরে এবার বোর্ডের সংবিধানে পরিবর্তনের জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানাবেন সৌরভরা। জানা গিয়েছে শিগগির সেই আবেদন করা হবে। মনে করা হচ্ছে এই পরিবর্তনে না করবে না দেশের শীর্ষ আদালতও। তিন বছর পর বিসিসিআইয়ের দায়িত্ব নিয়েছে সৌরভের নেতৃত্বাধীন কমিটি। এর আগে এতদিন ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের দায়িত্ব ছিল সুপ্রিম কোর্টের হাতে। দেশের শীর্ষ আদালত একটি প্রশাসনিক কমিটি গড়ে দিয়েছিলেন। আর এ সবই হয়েছিল লোধা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী। সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় বা রাজ্য ক্রিকেট প্রশাসনে ছ'বছর যুক্ত থাকার পর তিন বছরের জন্য কুলিং অফ পিরিয়ডে যেতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে। এই সুপারিশ অনুযায়ী সৌরভদের হাতে মাত্র ১১ মাস সময় ছিল।

কারণ এর আগে পাঁচ বছর বাংলার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি।

এদিন বৈঠকে প্রস্তাব দেওয়া হয়, প্রশাসনের সঙ্গে ছ'বছর যুক্ত থাকার বদলে জাতীয় ও রাজ্য প্রশাসনে আলাদাভাবে ছ'বছর করে যুক্ত থাকার পরেই কুলিং অফ পিরিয়ডে যেতে হবে কাউকে। এই প্রস্তাব পাশও হয়ে যায়। কারণ সদস্যদের বক্তব্য, ১১ মাস সময়ের মধ্যে কারও পক্ষে ঠিকমতো সব কিছু গুছিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। ন্যূনতম তিন বছর সময় পাওয়া উচিত।

এছাড়াও বোর্ড থেকে আইসিসির বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করা, উপদেষ্টা কমিটি ফিরিয়ে আনা, স্বার্থের সংঘাত, সর্বোপরি বোর্ডের হাতেই সব ক্ষমতা ফিরিয়ে আনা নিয়ে একাধিক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এই বৈঠকে। সবই পাশ হয়েছে। এখন এইসব প্রস্তাবে সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন মিললেই নতুন সংবিধান তৈরি হবে বোর্ডের। ফলে অন্তত তিন বছরের জন্য বিসিসিআইয়ের মসনদে দেখা যাবে সৌরভকে।

সেডন পার্কে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুরন্ত শতরান রুটের

সেডন পার্ক, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : সেডন পার্কে রবিবার ৫ উইকেটে ২৬৯ রান তুলল ইংল্যান্ড। ৫ উইকেট হাতে রেখে ১০৬ রানে পিছিয়ে রয়েছে তারা। রুট অপরাজিত ১১৪ রানে। তাঁর সঙ্গী অলি পোপ ৪ রানে অপরাজিত। এদিন ২ উইকেটে ৩৯ রান নিয়ে দিন শুরু করা ইংল্যান্ডকে শক্ত ভিতে দাঁড় করালেন রুট ও বার্নসের জুটি। দুজন মিলে তৃতীয় উইকেটে যোগ করেন ১৭৭ রান। দুই ব্যাটসম্যানই ইনিংস গড়েছেন ধীরগতিতে। নিউ জিল্যান্ড বোলারদেরকে খুব একটা সুযোগ দেননি কেউই। ৯৭ বলে ফিফটি স্পর্শ করেন বার্নস। পঞ্চাশ ছুঁতে রুট খেলেন ১৪৫ বল। ২ উইকেটে ১৪২ রান নিয়ে লাঞ্চ বিরতিতে যায় ইংল্যান্ড।

এর আগে ফিল্ডারের ভুলে আগের দিন দুবার জীবন ফিরে পান বার্নস। এদিনও ব্যক্তিগত ৮৭ রানে বেঁচে গেছেন রান আউট থেকে। সুযোগ কাজে লাগিয়ে এরপর সেঞ্চুরি তুলে নিতে ভুল করেননি বার্নস। তিনি ফিরে গেলে বেন স্টোকসের সাথে রুটের জুটিতে আসে আরও ৪৪ রান। নতুন বলে সাউদির দারুণ এক ডেলিভারিতে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফেরার আগে স্টোকস করেন ২৬ রান। প্রায় ১০ ওভার বাকি থাকতে বৃষ্টি হানা দেয় সেডন পার্কে। মিনিট পনেরো পর বৃষ্টি থামলেও দিনের খেলা আর মাঠে গড়ায়নি।

কিরেণ-সর্বার হাতে উদ্বোধিত তৃতীয় খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমস-এর শুভংকর, লোগো ও থিম সং

গুয়াহাটি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এবং কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতকের প্রতিমন্ত্রী (স্বতন্তন্তর্র) কিরেণ রিজিজুর হাত দিয়ে উদ্মোচিত হল আগামী জানুয়ারিতে অসমে অনুষ্ঠেয় তৃতীয় খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমস ২০২০-এর শুভংকর, লোগো এবং জার্সি। শনিবার রাতে গুয়াহাটির সরুসজাই ক্রীড়া প্রকল্পে আয়োজিত অনুষ্ঠানে খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমস ২০২০-এর থিম সংও আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবেশিত হয়েছে।

ছুটির দিনে ইস্টবেঙ্গল মাঠে বল পায়ে দেব

কলকাতা,১ ডিসেম্বর (হি.স.): ইস্টবেঙ্গল মাঠে বল পায়ে এবার হাজির হলেন তারকা সাংসদ দেব ঊ রবিবার ছুটির দিনে ফুল টিম নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছেন তারকা সাংসদ ঊ ফুটবলের অন্যতম পথিকৃত নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী ঊ তারই বায়োপিকে অভিনয় করবেন দেব ঊ আর সেই প্রস্তুতিতেই বল পায়ে মাঠে নামলেন তারকা সাংসদ দেব ঊ

বাঙালি চিরকালীন প্রিয় ফুটবলে ঊ নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী এবার একবার পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে আসছেন বড়োপর্দায়ঊ পরিচালক ধ্রুবর পরবর্তী ছবিতে নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর জীবনিই ফুটে উঠবে ঊ আর নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর চরিত্রে দেখা যবে তারকা সাংসদ দেবকে ঊ আর সেই কারণেই তারই প্রস্তুতি সারতে বল পায়ে মাঠে নেমে পড়লেন তারকা সাংসদ ঊ জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হবে শুটিংঊ তবে, ছবির নাম কি হবে বা দেব ছাড়া অভিনেতা অভিনেত্রী কারা থাকছেন তা এখনও জানা যায়নি

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুফল রাজ্যের অন্তিম ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিতে সরকার বদ্ধপরিকর ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। রাজ্যের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ণে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুফল রাজ্যের অন্তিম ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। সরকারের এই প্রচেষ্টা তখনই সফল হবে যখন রাজ্যের ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি এবং সরকারী আধিকারিক ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়িত হবে। আজ কাঁঠালিয়া ব্লকভিত্তিক গ্রাম স্বরাজ অভিযান-২০১৯ এবং দক্ষিণ পাহাড়পুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের পরিবর্ধিত নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করে মুখ্যমী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমী আরও বলেন, আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে রাজ্যে ২৪ লক্ষ ২০ হাজার মানুষের মধ্যে চিকিৎসা পরিষেবার সুবিধার্থে আয়ুমান ভারত যোজনায় গোল্ডেন কার্ড বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকার নিজস্ব উদ্যোগে আয়ুমান ত্রিপুরা নামে এক প্রকল্পও চালু করেছেন। মুখ্যমী বলেন, রাজ্যে আয়ুমান ভারত, আয়ুমান ত্রিপুরা প্রকল্প ছাড়াও প্রধানমী আবাস যোজনা, প্রধানমী উজ্জলা যোজনা, প্রধানমী উজালা যোজনা, প্রধানমী গ্রামীণ সড়ক যোজনা, বেটি বাঁচাও-বেটি পড়াও, প্রধানমী মাত্র বন্ধনা যোজনা, পি এম- কিষাণ যোজনার মত সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পের একশ শতাংশ বাস্তবায়ণে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপের সাথে জিলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত, ভিলেজ কমিটি, জেলা প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন, ব্লক প্রশাসন এবং সরকারী দপ্তরগুলিকে একসাথে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।

মুখ্যমী রাজ্যের বিকাশে গৃহীত কর্মসূচিগুলি সঠিক সময়ে বাস্তবায়ণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, যে প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ রয়েছে তা সেই প্রকল্পে রূপায়ণেই ব্যয় করতে হবে। রাজ্যের পূর্বতন সরকার এক প্রকল্পের অর্থ অন্য খ্যাতে ব্যয় করেছে।

আমাদের সরকার এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে চায়না। সরকারী অর্থ যাতে সঠিকভাবে ব্যয় হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। রাজ্যে এম জি এন রেগায় শ্রমদিবস ৩ কোটি থেকে বাড়িয়ে ৪ কোটি শ্রমদিবসের মঞ্জুরী পাওয়া গেছে। রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে এতে সুফল পাওয়া যাবে। শ্রমদিবস সৃষ্টির পাশাপাশি মুখ্যমী এম জি এন রেগায় স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজের উন্নয়নের জন্য অর্থের কোন অভাব হবে না। কাজ ও খাদের অভাব রয়েছে বলে বিরোধীদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হতে মুখ্যমী জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ত্রিপুরা উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। তিন বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার দিশায় সরকার কাজ করছে। ইতিমধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই সফলতা এসেছে।

রাজ্যে স্বরোজগারী সৃষ্টি করাই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, গ্রাম স্বরাজের স্বপ ছিল জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর। মহাত্মা গান্ধীর এই স্বপকে বাস্তবায়িত করতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর।

কাঁঠালিয়া ব্লকভিত্তক গ্রাম সড়ক যোজনা ২০১৯ এবং দক্ষিণ পাহাড়পুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের পরিবর্ধিত নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহারুল ইসলাম মজমদার, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি পিন্টু আইচ, কাঁঠালিয়া বি এ সি'র চেয়ারম্যান তপন ত্রিপুরা, সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সোনামুড়া মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক, কাঁঠালিয়া ব্লকের বি ডি ও প্রবলা কান্তি দেব প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাঁঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুপা ভৌমিক দেবনাথ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা সি কে জমাতিয়া। গ্রাম স্বরাজ অভিযান উপলক্ষে বিভিন্ন সরকারী কার্যালয় থেকে ১৩টি প্রদর্শনী মণ্ডপ খোলা হয়েছে। অনুষ্ঠানে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর থেকে দু'জন কৃষককে ভর্তকীতে পাওয়ার টিলার দেওয়া হয়। তাছাড়াও মহকুমা প্রশাসন থেকে পি আর টি সি, এস টি, এস সি, ও বি সি শংসাপত্রের জন্য আবেদন পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া অনুষ্ঠানে আয়ুমান ভারত যোজনায় গোল্ডেন কার্ড, প্রধানমী উজ্জলা যোজনায় গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ৩৮ জন রক্তদান করেন।

আগামীদিনে আমাদের আরও একটি যুদ্ধ জিততেই হবে ঃ সুদীপ রায় বর্মণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর ।। রাজধানীর জেইল আশ্রম রোড সদ্‌ভাবনা সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে এক মহতি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মম। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে তিনি এধরনের সামাজিক কাজে এগিয়ে আসার জন্য সংস্থার কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান। আগামীদিনে আমাদের আরও একটি যুদ্ধ জিততেই হবে আর সেটি হল ছাত্র যুব সমাজকে নেশার হাত থেকে বাঁচিয়ে আনা গত কয়েকবছর যাবৎ আমাদের রাজ্যের যুব সমাজকে বিপথে পরিচালিত করার এক অপপ্রয়াস কাজ করছে।

যুবকরাও এই পথে পা বাড়িয়ে বিভিন্ন নেশায় মত্ত হচ্ছে। যাতে করে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

কে বা কারা এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সেই খুঁজে তো বের করতে হবে পাশাপাশি যুব সমাজ এ রাস্তা থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। জেইল আশ্রম রোডস্থিত সদ্‌ভাবনা সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন একথা বলেন।

তিনি বলেন, এখনি যদি রাজ্যের যুব সমাজকে বুঝিয়ে পথে না আনা যায় পরবর্তী পাঞ্জাবের মতো অবস্থা হতে দেরি লাগবে না। তখন সেই জায়গা থেকে তাদের ফিরিয়ে আনা কঠিন হবে।

তিনি সকল সামাজিক সংস্থা সহ বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের কাজে আহ্বান রাখেন সকলে এগিয়ে এসে যেন রাজ্যের যুব সমাজকে রক্ষা করতে পারে।

বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন, মায়ানমার থেকে বিভিন্ন প্রকার ড্রাগস ত্রিপুরাকে করিডর হিসেবে ব্যবহার করে পাঁচার হচ্ছে। এর মধ্যে রাজ্যে কিছু নেশা কারবারীও এতে জড়িত রয়েছে। তাদের মাধ্যমেই রাজ্যে যুবক সম্প্রদায় নেশায় আসক্ত হতে অনুপ্রাণিত হচ্ছে।

লন্ডন ব্রিজে হামলার ঘটনার দায় স্বীকার আইএস-র

লন্ডন, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : লন্ডন ব্রিজে ছুরি নিয়ে সন্ত্রাসের দায় স্বীকার করল নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট(আইএস)। গত শুক্রবার লন্ডনের বুকে এই হামলায় দুই জনের মৃত্যু হয়। শনিবার এই হামলার দায় স্বীকার করে হামলাকারী উসমান খানকে 'যোদ্ধা' বলেছে এই জঙ্গি সংগঠন। উল্লেখ্য, শুক্রবার দুপুরে লন্ডন ব্রিজের কাছে জনবহুল এলাকায় এমন দৃশ্যে আতঙ্ক ছড়াল শহরে। ওই ঘটনায় পুলিশের গুলিতে নিহত এক। সেই সঙ্গে এক জনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, স্থানীয় সময় ১টা ৫৮ মিনিট নাগাদ লন্ডন ব্রিজের উত্তর দিকে ওই ঘটনা ঘটে। প্রাথমিক ভাবে এতে সন্ত্রাসবাদীরা জড়িত নেই বললেও একে সেই সংক্রান্ত হামলা বলেই মনে করছে পুলিশ। ঘটনার পরই লন্ডন ব্রিজ এলাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনায় পুলিশি তৎপরতার প্রশংসা করেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। সেই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, লন্ডন ব্রিজে হামলার ঘটনার প্রতিটি আপডেটেই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রয়েছেন।

গড়বায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় বিধায়ক ভানু প্রতাপের ভাগ্নেসহ মৃত চার

গড়বা, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : রবিবার ভোরে ৭৫ নম্বর জাতীয় সড়কে এক পথ দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। একটি স্করপিও এবং ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

জানা গিয়েছে, নিহতদের মধ্যে বিধায়ক ভানু প্রতাপ শাহীর ভাগ্নে প্রশান্ত সিং সহ চারজন রয়েছেন। ভোরে ৭৫ নম্বর জাতীয় সড়কে পরসওয়ান বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের কাছে ভোর চারটায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। একটি স্করপিও এবং ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, ওই স্করপিওতে মোট ৫ জন ছিলেন। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই সবাইকে উদ্ধার করে তাতণিক চিকিতার জন্য সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন ৪ জন মারা যায়। এই দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অরুণাচলে আসাম রাইফলসের গুলিতে ধরাশায়ী এনএসসিএন (আর)-এর ক্যাডার

চাংলাং (অরুণাচল প্রদেশ), ১ ডিসেম্বর (হি. স.) : অরুণাচল প্রদেশের চাংলাং জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় টহলদারি আধাসেনা আসাম রাইফেলস-এর সঙ্গে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন এনএসসিএন (আর)-এর দুই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচণ্ড গোলাগুলির ঘটনায় এক যুবক ধরাশায়ী হয়েছে। তাকে এনএসসিএন (আর)-এর স্বঘোষিত ক্যাপ্টেন আরকাম চেং বলে শনাক্ত করা হয়েছে। ঘটনা শনিবার বিকেলে সংঘটিত হলেও প্রকাশ্যে এসেছে আজ রবিবার।

আসাম রাইফেলস সূত্রে খবরে জানা গেছে, নিহত এনএসসিএন (আর)-এর ক্যাডারের কাছ থেকে অভিযানকারারী একটি একে সিরিজের রাইফল ও কয়েকটি সক্রিয় গুলি উদ্ধার করেছেন।

সূত্রটি জানিয়েছে, অরুণাচল প্রদেশের চাংলাং বনাঞ্চলে টহলদারি আসাম রাইফেলস-এর এক দলের ওপর এনএসসিএন (আর)-এর এক দল আচমকা হামলা চালায়। হামলার জবাবে আসাম রাইফেলসও গুলি চালায়। প্রায় দশ মিনিট উভয় পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি চলে। এক সময় জঙ্গিদের পক্ষ থেকে গুলি বর্ষণের তীব্রতা কমে আসে। শত্রুদের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যান সেনারা। সে সময় উদ্ধার হয় জঙ্গি আরকাম চেঙের নিথর দেহ। সূত্রের খবর, আজও ওই বনাঞ্চলের সম্ভাব্য এলাকায় জঙ্গি বিরোধী অভিযান চলছে।

তেলিয়ামুড়ায় ব্লক কংগ্রেসের সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ ডিসেম্বর।। তেলিয়ামুড়া ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে রবিবার দুপুরে স্থানীয় মধুর মিলনের হলে কংগ্রেসে দলের এক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন, রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নেতৃত্ব সুবল ভৌমিক, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা নিতাই পাল, তেলিয়ামুড়া ব্লক যুব নেতা অনির্বান সরকার, রাজ্য যুব কংগ্রেস কমিটি কার্যকরী সভাপতি শান্তনু সাহা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এই সাংগঠনিক সভায় সিপিআইএম এবং বিজেপি দল ছেড়ে ১৪ পরিবারের ৭২ জন ভোটার দল ত্যাগ করে কংগ্রেস দলে যোগদান করে। পরে দল ত্যাগীদের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস নেতৃত্ব সুবল ভৌমিক বলেন, রাজ্যে ২০ মাসেই নতুন সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে। গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। মানুষ মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে আর বিশ্বাস করছে না। তা আজকের যোগদানের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

মুঙ্গিয়াবাড়িতে আইনি সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ ডিসেম্বর ।। গ্রাম পাহাড় সহ সর্বত্রই সাধারণ মানুষকে আইনি বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে আইনসেবা কর্তৃপক্ষ। এরই অঙ্গ হিসেবে রবিবার মুঙ্গিয়াবাড়িতে আইনি সচেতনতা ও প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা আইন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে রবিবার খোয়াই জেলা আইন সেবার সহায়তায় মুঙ্গিয়াকামী দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের মাঠে এক আইনি সচেতনতা এবং প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সূচনা করেন খোয়াই জেলা দায়রা বিচারপতি মাননীয় পি কে দত্ত। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ছিলেন ত্রিপুরা লিগ্যাল সেল-এর মেম্বার সেক্রেটারি শুভাশিস শর্মা রায়, জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজীব দত্ত, জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে, তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক ভাস্কর ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। এদিনের প্রশাসনিক শিবিরের জন্য এবং বিভিন্ন দপ্তরের কাজের সুবিধার্থে সরকারি স্টল খুলে দেওয়া হয়। এই শিবিরে এলাকার মানুষজন বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা দায়রা বিচারপতি বলেন, জনগণকে আইনি বিষয়ে সচেতন করতেই এ ধরনের শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

আইনি সচেতনতা শিবির ও প্রশাসনিক শিবিরকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। জনগণের হাতের কাছে প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারাও সেখানে উপস্থিত হন। প্রশাসনিক শিবির থেকে জনগণ প্রশাসনিক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণের পাশাপাশি স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যার কথা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেন।

ডাকোটায় ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় দুই শিশু সহ ৯ জনের মৃত্যু

ওয়াশিংটন, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ডাকোটায় ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় দুই শিশু সহ ৯ জন প্রাণ হারালেন। মৃত্যু হয়েছে পাইলটেরও। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন।

ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফএএ) তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে শনিবারের। পিলাটাস পিসি-১২ সিঙ্গল-ইঞ্জিন টার্বোপ্রপ বিমানটি চেম্বারলেন বিমানবন্দর থেকে ইদাহো ফলস সিটির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। মাটি ছাড়ার পর মাত্র এক মাইল যাওয়ার পরই সেটি ভেঙে পড়ে। সাউথ ডাকোটার ব্রুলে কাউন্টিতে শীতল ঝড়ের কবলে পড়েই এমন দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে পাইলট-সহ ন'জনের। প্রাণ হারায় যাত্রীদের আসনে বসা দুই শিশুও। অ্যাটর্নি থেরেসা মল রসো জানান, বিমানে মোট ১২ জন ছিলেন। আহত তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে এফএএ। ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড (এনটিএসবি) বিষয়টির তদন্তভার গ্রহণ করেছে।

ভয়াবহ ঝড়ে বেশ ক্ষতিগ্রস্থ আমেরিকার সাউথ ডাকোটা একাধিক এলাকা। ব্রুলে কাউন্টিতে শীতল ঝড়ের জন্য সতর্কতাও জারি হয়েছে। জাতীয় হাওয়া অফিসের তরফে রবিবার দুপুর পর্যন্ত সেখানে জারি এই সতর্কতা। বরফ ঝড়ের সম্ভাবনার কথাও জানানো হয়েছে। এই ঝড়ের ফলে দৃশ্যমানতায় সমস্যা হচ্ছে। আর তার জেরেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্পিকার পদে নির্বাচিত হলেন কংগ্রেসের নানা পাটোলে

মুম্বই, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রত্যাশামতো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মহারাষ্ট্র বিধানসভার স্পিকার পদে নির্বাচিত হলেন কংগ্রেসের নানা পাটোলে। কার্যত রবিবার মারাঠাভূমিতে মহানাটকের আরও এক অধ্যায় শেষ হল।

সূত্রের খবর, গোপন ব্যালটে ভোট হলেই বিজেপি স্পিকার পদের জন্য ভোটে শামিল হত। কিন্তু তা না হওয়ায় এদিন নিজেদের প্রার্থী কিষান কাঠোরের নাম প্রত্যাহার করে নেয় বিজেপি। যদিও বিধানসভায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিস এদিন বলেন, 'বহুদিন ধরেই স্পিকার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে আসছেন। সেই প্রথা মেনেই বিরোধীদের অনুরোধ মেনে আমরা আমাদের প্রার্থীর নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছি।' তবে রাজনীতি বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, অবশ্যম্ভাবী পরাজয় এড়াতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে পদ্ম শিবির। মারাঠাভূমে 'মহা বিকাশ আঘাড়ি'র অংশ হওয়ার শর্ত হিসেবে স্পিকার পদের দাবি জানিয়েছিল কংগ্রেস। সেই দাবি মেনেই এদিন চারবারের বিধায়ক পাটোলের নামে সহমত হয় শিব সেনা ও এনসিপি।

বিগত নির্বাচনে বিদর্ভের সাকোলি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন নানা পাটোলে। তবে একসময় বিজেপিতে নাম লিখিয়েছিলেন তিনি। ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপির টিকিটেই লড়েছিলেন তিনি। জানা যায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং দেবেন্দ্র ফড়নবিসের সঙ্গে মত বিরোধের জন্যই ২০১৭ সালে বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে ফিরে যান তিনি।

এদিকে কিষান কাঠোরের ইনিও একসময় কংগ্রেসেই ছিলেন। ২০০২ সালে থানে জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তারপরে এনসিপির টিকিটে থানের অম্বেরনাথ জেলা থেকে নির্বাচিত হন। পর পর চারবার মুরবাদ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন তিনি। ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে বিজেপির টিকিটেই নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।

ফের ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হিন্দমোটরের যুবকের

হুগলি,১ ডিসেম্বর (হি.স.) : কাজের সূত্রে চেন্নাইতে গিয়ে মৃত্যু হল হুগলির হিন্দমোটরের বাসিন্দা ভিক্টর রায় নামে এক যুবকের। শনিবার রাত ৭টা ৪০ মিনিট নাগাদ

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আজ বন্ধ উল্টোডাঙা উড়ালপুল

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি.স): স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আজ বন্ধ উল্টোডাঙা ব্রিজ। বিমের ভার বহনের ক্ষমতা পরীক্ষা করতে একদিনের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে উল্টোডাঙা উড়ালপুল।

প্লাইওভারের বিবিডি টেস্টের জন্য রবিবার সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত উড়ালপুলে বন্ধ রাখা হয় যান চলাচল। এমনটাই জানানো হয়েছে কেএমডিএর তরফে। শহরের বেশ কয়েকটি উড়াল পুল নিয়ে চিন্তায় কেএমডিএ। একথা মাথায় রেখেই তিন মাস অন্তর উড়ালপুলগুলোর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেএমডিএর বিশেষজ্ঞরা। সেই পরীক্ষাই হয় রবিবার সারাদিন।

উত্তর কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত সংযোগকারী সেতু বন্ধ রাখার পাশাপাশি বিকল্প রুটও জানিয়ে দেওয়া হয় কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে। কেএমডিএর তরফে জানানো হয়েছে, উড়ালপুল বন্ধ থাকায় বিকল্প রুটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইএম বাইপাস হয়ে যারা ভিআইপি যাবেন তাদের যেতে হবে সিআইটি রোড, হাডকো মোড় ও দূর্গাপুর ব্রিজ হয়ে। অন্যদিকে, লেক টাউনের দিক থেকে যারা শহরে ঢুকবেন তারা উল্টোডাঙ্গা খালের ওপর দিয়ে দূর্গাপুর ব্রিজ, হাডকো মোড় হয়ে সিআইটি রোডে পড়বেন। কেএমডিএর তরফে জানানো হয়েছে, উল্টোডাঙ্গা উড়ালপুর সম্প্রতি মেরামত করা হয়েছে। তবে তার কাঠামো ঠিকঠাক রয়েছে কিনা তা দেখার জন্য নিয়মিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উড়ালপুলের স্বাস্থ্য পরীক্ষার অঙ্গ হিসেবে বিবিডি (বেঙ্কেলম্যান বিম ডিফ্লেক্সন) টেস্ট করা হয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে ডেক স্ল্যাব এবং কংক্রিটের মধ্যে ভাইব্রেশন খতিয়ে দেখা হবে। দিল্লির আইটিএল কোটেক্স সমীক্ষক সংস্থা বিবিডি টেস্টটি করে বলে কেএমডিএ'র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এই টেস্ট এর মাধ্যমে উড়ালপুলের ভারী মালবাহী গাড়ির চাপ নিতে কতটা সক্ষম তা বোঝা যায়। একটি ১০ টন বা তার থেকেও বেশি ভারী গাড়ি ব্রিজের ওপর দিয়ে চালানো হয়। সেই গাড়িতে বেশ কিছু যন্ত্র বা মেশিন থাকে। গাড়িটি চলার সময় সেইসব স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র উড়ালপুল সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।